মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
জাল

জাল

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

০১।

ঘড়িতে কেবল রাত নয়টা বাঁজে। তবে গ্রামে রাত নয়টা মানেই অনেক কিছু। মাঝে মাঝে এই রাতের বেলা কিছু কিছু বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের চিৎকার করে পড়ার শব্দ ভেঁসে আসে। আবার কিছু কিছু বাড়ি থেকে ভেসে আসে কলকল শব্দের হাঁসির আওয়াজ। মাসুদ মিয়া সেই গ্রামের রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছে। গ্রামের এদিকটায় হিন্দু লোক বাস করে। ধুপের মিষ্টি গন্ধ এখনো নাকে আসে। মাসুদ মিয়া হাঁটতে হাঁটতে একসময় শ্মশান ঘাটে এসে দাঁড়ায়। নাহ্। এখানে ভয় পাওয়ার মতো পরিবেশ নেই। আকাশে রুটির মতো চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোতে গ্রামের পুর্ব পাশের বিশাল মাঠটা চকমক করছে। দূরে কয়েকটা গৃহস্থের ঘড়ের টিনের চালে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখে লাগছে।

অইতো দূরে কয়েকজন মানুষ দেখা যাচ্ছে। তারা এগিয়ে আসছে। মাসুদ মিয়া তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। চাঁদের আলোতে তাদের মুখগুলো স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তিনজন লোক। মাঝখানেরটা জামাল শেখ। কোন সাধারণ মানুষ সে নয়। তার চেহাড়া দেখলেই সাধারণ মানুষের বুক কেঁপে উঠে। দুধের শিশু-ও তার মুখ দেখে ভয়ে চিৎকার করবে হয়তো। ডাকাত সে। এলাকার সবচেয়ে বড় ডাকাত। আশেপাশের কয়েকটা এলাকায় তার বিশাল ক্ষমতা। জামাল শেখের দুই পাশে তার দুই অনুচর। দুইটার হাতেই লাঠি। যদিও এই রাতে তাদের হামলা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই, তবুও এই লাঠি তারা সবসময় সাথে রাখে। এটা তাদের একটা প্রতীক। এই লাঠি না থাকলে "ডাকাত" শব্দটার যেন অপমান হয়।

মাসুদ মিয়া এই এলাকার চেয়ারম্যান। এলাকার মানুষ তাকে ভালো বলেই জানে। সে থেকে বলা যায় যথেষ্ঠ ভালো মানুষই সে। কিন্তু সেই কথা কেউ খতিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করে নি। একটা মানুষকে সরাসরি ভালো বা খারাপ বলার কোন উপায় নেই। মানুষ মাত্রই বৈচিত্রময়। কোনদিকে সে ভালো। আবার অন্য কোন দিকে সে খারাপ।
জামাল শেখ এসেই দেখতে পারলেন মাসুদ মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। জামাল শেখ বললেন, চেয়ারম্যান সাহেব। এতো রাতে তলব করার কারণ কী? জানতে পারি?
মাসুদ মিয়া, নিজের দাঁড়ির মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ইদানিং শুনছি নৌকায় ডাকাতি করছিস?
- হুম। ঠিকই শুনেছেন। আমরাই ডাকাতি করছি।
- এভাবে ডাকাতি করাটা কি ঠিক হচ্ছে তোদের?
- কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল এই জ্ঞান যদি আমাদের থাকতো তাহলে তো ডাকাত হতাম না।

- ভালোই তো মসকরা করছিস আমার সাথে। কিন্তু আশেপাশের এলাকার মানুষ তো আমার কাছে বিচার দিচ্ছে। ডাকাতি করছিস তুই। আর দোষ পড়ছে পুরো গ্রামের। ব্যপারটা কী ভালো দেখায়?
- চেয়ারম্যান সাহেব। আপনি তো জানেন। আমার দাদা ছিলেন বড় ডাকাত। বাবাও ডাকাতই ছিলেন। কিন্তু দাদার মতো না। আমরা দুই ভাই। দাদার মতোই হবো। আমাদের জীবনের মাঝখানে নাক গলানোটা আপনার কিন্তু মোটেও ঠিক হচ্ছে না।
- এর পরেও এসব খারাপ কাজ করলে এর ফল কিন্তু ভালো হবে না।
- বলি কী করবেন?
- অনেক কিছুই করতে পারি? ভালোয় ভালোয় বলছি সাবধান হয়ে যা। নাহলে কিন্তু খুব খারাপ হবে তোদের সাথে।
- আমরা আমাদের পেশা ছাড়ছি না। আমরা শুধু দেখতে চাই আপনি কী করতে পারেন।
মাসুদ মিয়ার চোখ জ্বল জ্বর করছে রাগে। তবে জামাল শেখের মুখে এখনো যেন আনন্দ। যেন কোন একটা বিষয়ে সে অনেক মজা পেয়েছে। চকচক করছে চোখদুটো তার।

রাত বেড়ে যাচ্ছে। চাঁদটা আর কিছুক্ষন পরেই গাছের পেছনে লুকোবে। এখনি এখান থেকে চলে আসাটাই যেন মঙ্গল। জামাল শেখ যাওয়ার আগে বলে গেলেন, সাবধানে থাকবেন আশা করি। দুনিয়াদারি ভালো না।

.

ভাঙা একটা নৌকাতে বসে আছে আলী। কৃষিকাজ করে। তবে এখন মাঝে মাঝে জাল নিয়ে নদীতে মাঝ ধরতে যায়। মাঝে মাঝে নিজে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে। আবার বড় কোন বোট থেকে ডাক আসলে সেখানে চলে যায়। সেখান থেকে ভালোই পয়সা আছে। সে হিসেবে বলতে গেলে জীবনটা তার ভালোই চলছে। দিনে ও রাতে অফুরন্ত সময়। গল্প করতে পারে অনেকের সাথে। তবে তার সাথে নিজের বলে এখন কিছু নেই। আলীর স্ত্রী মরে গেছে প্রায় পাঁচ বছর হলো। একটা ছেলে আছে। লেখাপড়া করিয়েছিলো। শহরে চলে গেছে। আসে মাঝে মাঝে। বৃদ্ধ বাবাকে এসে মাঝে মাঝে দেখে যায়। টাকাপয়সা তো পাঠায় অনেক। টাকাপয়সা? এই জিনিসটা তো কেবল বাচ্চাদের স্বপ্ন আর প্রবীণদের ব্যবহারের জিনিস। যাদের বয়স শেষ, এক পা কবরে। তাদের অতোটা টাকাপয়সার প্রয়োজন নেই। তখন তাদের একটা জিনিসই প্রয়োজন, মানুষ। তারা মানুষ চায়। তারা চায় কেউ তাদের সাথে গল্প করুক, সময় দিক।
জালটা খানে খানে ছিঁড়ে গেছে। কিছু কিছু জায়গা দিয়ে মাছ বের হয়ে যায়। জালের সুতাগুলোও পুচপুচে হয়ে গেছে। নাহ্। এই জালকে এইবার ক্ষান্ত দিতে হবে। নতুন জাল কেনা ছাড়া উপায় নেই। কদিন এটা দিয়েই চালানো যাক আপাতত।

- আলি ভাই? আছো কেমন?
- আছি তোমাদের দোয়ায় ভালোই।

আজাদ। পরিচিত মানুষ। আলির সাথেই মাঝে মাঝে মাছ ধরে। বাজারে দেখা হয় দুজনের। একসাথে বোটে মাঝে মাঝে গল্পও চলে।
- মাছ এতো কম কেন আলী ভাই?
- আর বলো না। জালটা প্রায় ছিঁড়ে গেছে। এটা দিয়ে আর হচ্ছে না। ভাবছি, নতুন একটা কিনে ফেলবো।
- কী বলো। আমার একটা জাল আছে। ব্যবহার করি না। ঘড়েই ফেলে রেখেছি অনেকদিন। তাই বলি কী, তুমি অইটা নিয়ে যাও।
- কী বলো। তোমার জাল। আমি কেন নেব? ভেবেছি একটা কিনে ফেলবো।
- সেটা তোমার ব্যাপার। তবে জালটা অনেক সুন্দর। তুমি চাইলে একদিন দেখাতে পারি।
আচ্ছা, দেখবো। আমার মাছ বিক্রি শেষ হলে আমি চলে যাবো। একদিন সময় করে যাবো তোমাদের ওদিকে।

কিছুদিন পর আলী চিন্তা করলো এইবার জাল না কিনে আর হচ্ছেই না। পুরোনো জাল দিয়ে অর্ধেকের বেশি মাছ ফুটা দিয়ে বের হয়ে যায়। অর্ধেক মাছের দাম অনেক হতো। সামান্য একটা জালের জন্য এতো বড় একটা লস করা ঠিক হবে না। জালের দোকানে গিয়ে অনেক জাল দেখলো। কিছু জাল পছন্দ হলেও সুতা ভালো না। নাহ্। তারচেয়ে বরং আজাদের বাড়িতে গিয়ে ঘুড়ে আসা যাক। জালটা নাকি অনেক ভালো, দেখেই সে বুঝতে পারবে কেমন ভালো।
সেদিন সন্ধ্যায় আলী আজাদের বাড়িতে গিয়ে পৌছালো। আজাদ কিছুটা হাসার চেষ্টা করে বলল, তুমি আসবে, এটা আমি জানতাম।
- ভালো তো। তবে এটাও জানো যে কী কারণে এসেছি?
আজাদ বলল, আসো, ঘড়ে আসো। কিছু পানি-জল খাও। তারপর জাল দেখাচ্ছি।
আজাদ আর আলীর বয়সের মধ্যে অনেক তফাৎ থাকলেও তাদের জীবনটা যেন একই। আজাদেরও স্ত্রী গত হয়েছে অনেক বছর আগে। মৃত্যুর আগে একটা মেয়ে উপহার দিয়ে গেছিলো তাকে। নাঈমা। নাঈমা কি ফুটফুটে ছিলো? বলা যাচ্ছে না। বাবার মতোই একটু কালো সে।
আলী চা খেতে খেতে বলল, তোমার মেয়ে কেমন আছে?
- আছে ভালোই। চা-টা কেমন হয়েছে?
- ভালো।
- আমার মেয়েই বানিয়েছে।
- আচ্ছা এবার জালটা দেখাও দেখি কেমন।

একটা বস্তার মধ্যে ভাঁজ করে জালটা রেখেছিলো আজাদ। বস্তার দঁড়িটা খুলে আজাদ বলল, এই দেখো আমার জাল। আলী কিছুক্ষন জালটার দিকে তাকিয়ে রইল। জালটার সুতাগুলো অনেক সুন্দর। চকমক করছে। বাহ্। এমন জালই তো সে খুঁজেছে অনেক। এরকম জাল কি আর পাওয়া যাবে? আলী জালটা কিছুক্ষন হাতিয়ে দেখলো। যতবার

দেখছে, ততবারই যেন জালটার মায়ার জড়িয়ে যাচ্ছে সে। আজাদ বলল, জালটা কী পছন্দ হয়?
- অনেক। পছন্দ হয়েছে ভাই। রাজি থাকলে নিতে পারি।
- কী বলো। দেওয়ার জন্যই তো দেখালাম।
- এরকম জাল বাজারে কতো খুঁজেছি, কিন্তু পাই নি। তুমি কোথায় পেলে?
- পেয়েছি কোথাও। সেটা জেনে তো আর তোমার লাভ নেই। পছন্দ হলে নিয়ে যাও।
আজাদের সাথে আরো অনেক্ষন কথাবার্তা বলার পর জালের বস্তাটার ভিতরে জালটা তুলে রওনা হলো নিজের বাড়ির দিকে। যাক! অন্তত মাছ ধরা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না। বাড়িতে এসে নতুন জালটা নিয়ে আবার বসলো। জালের সুতাগুলো অনেক মোটা। সাধারণ কোন মাছ এই জাল ছিঁড়ে বের হতে পারবে না। তারপর, নিজের পুরোনো জালটা বস্তায় তুলে নতুন জালটা সাজিয়ে রেখে দিলো। পরদিন সকালেই সেই মাছ ধরতে বের হবে। একা মানুষ সে। সারাদিন একবার রান্না করলেই পুরো দিন চলে যায়। রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

পরদিন সকালে উঠে হালকা রান্নাবাড়া করে খেয়েদেয়ে জাল নিয়ে রওনা হয়। তার কাঁধে আজ নতুল জাল। আজকে নতুন করে মাছ ধরার উৎসাহ পায় সে। আশেপাশের কয়েকজন মাঝি আলীর জাল দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, কিপটেমি বাদ দিয়ে অবশেষে জাল তাহলে কিনেই ফেললে? দারুন হয়েছে। একটু দেখি তো। আলী একটু থেমে জালটা দেখায় সবাইকে। অনেক সুন্দর জাল। "কোথা থেকে কিনলে ভাই এইটা?"
- আমি কিনি নি। আমার এক বন্ধু দিয়েছে। নাম বলা যাবে না।

আলী জাল ফালায় নদীতে। একটু ভাঁড়ি জাল। যার কারলে একটু বেশি শক্তি খরচ করলে অনেক বড় জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে যায়। যাক, ভালোই। কয়েকবার জাল ফেলে ভালোই মাছ পেল আলী। দুপুর পর্যন্ত মাছ ধরল সে। খেয়েদেয়ে মাছগুলো বিকেলের হাটে নিয়ে যাবে। ভালো মাছ পেয়েছে সে। আজকের মাছগুলো বিক্রি করতে পারলে আগামী তিন দিন অনায়াসেই কেঁটে যাবে। একা মানুষ। সংসারে বেশি টাকার প্রয়োজন তার হয় না। সুস্থ সবল মানুষ সে। আল্লাহর দয়ায় কোন প্রকার রোগ ব্যাধি তাকে আক্রমণ করে নি। অসুধের পয়সা বেঁচে যায়। খাওয়াদাওয়া, টুকিটাকি কাজে পয়সা খরচ করা আর চায়ের দোকানে বসে সন্ধ্যায় গরম চায়ের স্বাদ নেওয়াটাই তার জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারাদিন পরিশ্রম করার পরে রাতে দারুন একটা ঘুম হয় আলীর। বিছানায় শোয়ার সাথে সাথে ঘুম। এমন মানুষ খুব কমই আছে। আবার সকালে উঠেই সে কাজের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সারাদিন মাছ ধরে। তারপর সেগুলো বাজারে নিয়ে যায়। আর রাতে ঘুম। এভাবেই চলছিলো আলীর জীবন। তবে একটা ঘটনা আলীর জীবনের পুরো মোড় ঘুড়িয়ে দিলো। এক রাতের ঘটনা। এবং সে রাতের পর থেকে আলী ভালোভাবে ঘুমাতে পারলো না। কী হলো সেই রাতে?
সারাদিন অনেক খাটুনির পর হালকা কিছু খেয়েদেয়ে বিছানার সাথে গা এলিয়ে দিলো আলী। বরাবরই আগের রাতের মতো ঘুম চলে আসলো তার চোখে। অনেক লম্বা একটা

ঘুম। তবে হঠাৎ করে আলীর ঘুমটা কেন জানি ভেঙ্গে গেল। ঘুমের ঘোড়ে কারণটা সে ধরতে পারল না। তবে কিচ্ছুক্ষন পর যখন তার চেতনা আসলো, তখন সে একটা অবাক করা বিষয় খেয়াল করল। ঘড়ের কোনের যেখানটাতে জালটা রেখেছিলো, সেখান থেকে এক ধরনের আওয়াজ আসছে। কীসের আওয়াজ? আলী সেটা ভালোভাবে খেয়াল করার পর বুঝতে পারলো, সেটা যেমন তেমন আওয়াজ না। মানুষের কান্নাও আওয়াজ। বিছানা থেকে ধরাম করে উঠে বসলো আলী। এটা কিভাবে হতে পারে? হ্যাঁ। এখনো মৃদুভাবে কান্নার শব্দ ভেঁসে আসছে আলীর কানে। যেন মানুষ নয়। কিছু শেয়ালের দল যেভাবে দল বেঁধে চিৎকার করে ঠিক তেমনটাই। কান্নার শব্দ আরো ঘন হয়ে উঠে। জাল থেকে যেন শব্দটা বের হয়ে যেতে চাইছে। কী ভয়ানক সেই শব্দ।
সকালে ঘুম ভেঙ্গে যায় আলীর।
সকালে উঠে সে আন্দাজ করতে পারে না যে, গতরাতের ঘটনাটা কি আসলেই ঘটেছিলো নাকি পুরোটাই স্বপ্ন। আলী ভাবে, স্বপ্ন হবেনা তো কী? জাল থেকে আবার মানুষের কান্নার আওয়াজ আসবে কোন দুক্ষে? তবে আলীর কাছে পুরো ঘটনাটা মনে হচ্ছে, যেন রাতে সেটা বাস্তবেই ঘটেছিলো। কেন এমনটা হচ্ছে? সেদিনের স্বপ্নটার কথা ভেবে সে সেদিন কোন কাজেই মন বসাতে পারল না। আজকে সারাদিন সে মাছ ধরল না। জালটার দিকে তাকালেই রাতের সেই স্বপ্নের কথা মনে হয়। আলী জালটার উপরে হাত বুলায়। ভালো আগে। এই জালই তার রোজগারের মাধ্যম। আলী যখন ছোট ছিলো। তখন তার মা তাকে ছেড়ে চলে যায়। মারা যায় নি। ছেড়ে যায়। বাবার হাতেই সে মানুষ হয়েছে। তবে বাবার ভালোবাসাও বেশি দিন তার ভাগ্যে জোটে নি।
জাল যেন তাকে তার মায়ের মতোই ভালোবাসে। তাকে লালনপালন করে। মনে হয় এটাই যেন তার পরিবারের আপন কেউ।

আবার রাত হয়। আলী নিজে কিছু রান্না করে। বেশি রাত জাগে না সে। আশেপাশে অনবরত ঝি ঝি পোকার ডাক শোনা যায়। এখন গরম কাল। আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠে। যদি ঘুম না আসে তখন বাইরে গিয়ে আকাশের দিয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকে। চাঁদের দূরের সেই পাহারগুলো দেখে মনে হয়, একটা মানুষ। একটা গোলকের ভেতরে বন্দি হয়ে আছে। অইটা চাঁদের বুড়ি। অইখানে বসে বুড়ি নাকি সুতা কাঁটে। সে নিশ্চুপ। আলী সেটার দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকে। আকাশের তারাগুলোর দিকেও তাকায়। জ্বলজ্বলে তারাগুলোর মনে হয় প্রাণ আছে।
ঘুমে ঢলে পড়লে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। সাথে সাথে ঘুম।

গতরাতের মতোই আজকে রাতেও ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটল তার সাথে। আবার কান্নার শব্দ। কাদের কান্না? অনেকগুলো পুরুষের কান্না। শুনতে খুব ভয়ঙ্কর লাগে আলীর। বুক ধরফর করতে থাকে। এটা স্বপ্ন হতে পারে না। কান্নার শব্দ আরো বাড়ছে। একসময় আলী যেটা দেখলো, সেটা দেখার জন্য সে নিজে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিলো না। সেই নতুন জাল। সেটার ভেতরে কয়েকজন লোক। ছটফট করছে সবাই। যেন তারা আলীকে কিছু একটা বলতে চাইছে। আলী ভয়ে কিছু বলতে পারছে না।

আলী বিছানা থেকে উঠতে গেলেও সে খেয়াল করল, অদৃশ্য কোন একটা শক্তি তাকে যেন বিছানায় টেনে ধরে আছে। জাল থেকে এখনো আগের মতোই শব্দ হচ্ছে। আস্তে আস্তে জালসুদ্ধ সেই মানুষগুলো আলীর কাছে আসতে লাগল। অনেক কাছে। আরো কাছে। কী ভয়ানক সেই লোকগুলোর চেহাড়া। এর পরের ঘটনা আর তার মনে নেই। কী হয়েছিলো এর পরে?
পরদিন সকালে আলীর ঘুম ভাঙে। আবার সবকিছুই স্বাভাবিক। রাতের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা আজকেও স্বপ্নের মতোই মনে হচ্ছে। তবে আলীর মনের মধ্যে অন্যরকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। টানা দুই দিন একই স্বপ্ন আসা তো স্বাভাবিক না। নিশ্চই এর পেছনে অবশ্যই কারণ থাকার কথা। স্বপ্ন সে অনেক দেখে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্নও দেখে। তবে এই স্বপ্নটা তার কাছে একটু ভিন্ন। রাতের ঘটনাটাকে স্বপ্ন মনে হয় না। বাস্তবের মতোই মনে হয়। একবার ভাবল, মসজিদের হুজুরের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করার দরকার।

পরদিনের ঘটনাটা ছিলো আরো ভয়ানক। আলী বিছানায় শুয়ে আছে। সে নিজের হাত-পা-গুলোও নাড়াচাড়া করাতে পারছে না। শুধু চোখের সামনে সব কিছু ঘটে যাচ্ছে। জালের ভেতরে কয়েকজন মানুষ। ৫-৬ জনের মতো হবে। মানুষগুলো সেখানে ছটফট করছে। চিৎকার করে কান্না করছে। তারা আলীর দিকে জালসুদ্ধ এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। একসময় সে জালটা আলীকেও জড়িয়ে ফেলল। বড্ড খারাপ লাগে তার। এরপরের ঘটনা তার আর মনে থাকে না। পরেরদিন সকালে উঠেই আবার সব কিছুই ঠিক। জালটাও ঠিক আগের জায়গায়। আলী বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পায় না। নাহ্। এভাবে আর কতদিন? এরকমটা কেন হচ্ছে তার সাথে? আগে তো মোটেও কখনো এরকমটা হয় নি। আলীর চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। সকালে বড্ড ঘুম ঘুম লাগে। তারমানে কি রাতে তার ঘুম হয় না? সারা রাত জেগে থাকে? তারমানে রাতে যেই ঘটনাগুলো ঘটে। সেগুলো কি বাস্তবেই ঘটে? হিসাব মিলাতে পারে না সে। কিছুদিন ধরে জাল ফেলছে না সে। জালটার দিকে তাকালে রাতের ভয়ঙ্কর সেই ঘটনাগুলোর কথা মরে পড়ে। তিন দিন ধরে জালটা একই ভাবে পড়ে আছে। চুল পরিমানও সরেনি। এর থেকে বলা যায়, রাতের ঘটনাগুলো একেকটা স্বপ্ন।

- আচ্ছা, গ্রামের এদিকে আলীর বাড়ি কোন দিকে?
সাদা তুলোর মতো চুলওয়ালা একটা লোক জবাব দিলো, মাছ ধরে সেই আলী? তার সাথে তোমার কাজ কী?
- আমি তার নাতি?
- বলো কি। আলীর নাতি এতো বড় হয়ে গেছে, আমরা কিছুই জানি না। তা কেমন আছো বাবা?
- আছি ভালো আপনাদের দোয়ায়।

- তোমার বাবা-তো অনেক দিন ধরে আসে না। তবুও মাঝে মাঝে আসতো। কিন্তু তোমাকে তো দেখিনি আগে।
- হ্যাঁ। আগে কখনো গ্রামে আসিনি। এই প্রথম আসলাম। বলতে পারেন এটা আমার জীবনের একটা নতুন অভিজ্ঞতা।
- গ্রামে এসে অনেক কিছু শিখতে পারবা। আচ্ছা বাবা। অনেক দূর থেকে এসেছো। ওইযে, একটা বড় নারিকেল গাছ দেখতে পাচ্ছো না? অইটা তোমাদের গাছ। সোজা রাস্তা ধরে গেলে বুঝতে পারবে।
- আচ্ছা। ভালো থাকবেন।

ছেলেটার নাম আরিফ। আলীর একটা ছেলে ছিলো। রফিক উদ্দিন। তার ছেলেই আরিফ। রফিক লেখাপড়ার জন্য ছোটবেলায়ই শহরে চলে গেলে আলী বড্ড একা হয়ে যায়। মাঝে মাঝেই আসত রফিক। বছরে দু একবার। একসময় সেখানেই বিয়ে করে ফেলে রফিক। বিয়ের পরে আসার পরিমান আরো কমে গেল। শহরের বৌ গ্রামের ভাঙ্গা ঘড়ে থাকবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাই আসে না। ছেলেকেও আসতে দেয় নি এতোদিন।
কিন্তু আরিফ এখন বড় হয়েছে। নিজের যে একজন দাদা আছে এবং সে তাকে কোনদিন দেখতে পায়নি, এটা ভেবেই তার বড্ড খারাপ লাগে। ভার্সিটির ছুটির ফাঁকে তাই সুযোগ নিয়ে গ্রামে চলে এসেছে সে। তবে বিষয়টা তার বাবা-মা জানে না। বাসায় ট্যুরের কথা বলে এসেছে। আরিফ গ্রাম নিয়ে যতোটা ধারণা মনে করেছিলো ততটা মিলছে না। সারাজীবন বই পত্রে পড়েছে গ্রামের কথা আর ইউটিউবের ভিডিওতেই দেখেছে। গ্রামের মাটির ঘ্রাণটা তো আর বই বা ভিডিওতে পাওয়া যায় না।
নারিকেল গাছটাকে অনুসরণ করে সে এগিয়ে যাচ্ছে। এইতো আরেকটু দূরে। হ্যাঁ। ঘড় দেখা যাচ্ছে। টিনের ঘড়। অইটাই তার দাদার বাড়ি। শুধু দাদার বাড়ি বললে ভূল হবে, এটা তো তার নিজেদেরই বাড়ি। তার শেকড় পোঁতা এখানেই। তারাই তো সেই শেকড় ছিঁড়ে শহরে চলে এসেছে।

আরিফ ঘড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কী বলে ডাকবে এই ঘড়ের মানুষকে? তাকে কি চিনতে পারবে? এসব ভাবতে ভাবতেই একসময় প্রায় বৃদ্ধবয়স্ক একটা লোক ঘড় থেকে বের হয়ে দেখল, সামনে একটা ছেলে। গায়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়। আলীর চিনতে একটু ভুলও হল না। ছেলেটার চেহাড়া তো পুরোপুরি রফিকের মতো। চিনতে কিভাবে ভূল হতে পারে? আলী ছেলেটার দিকে অনেক্ষন হা করে তাকিয়ে রইল।
ছেলেটা বলল, ভালো আছো দাদু?
আলী কী বলবে সেই ভাষা খুঁজে পেল না। চোখ ভিঁজে আসে। আজকে চোখের সামনে তার নাতিকে দেখতে পাচ্ছে। আলী ছেলেটার কাছে আসল। কেমন আছো দাদু?
- ভালো আছি।
- এখন আমাকে মনে হলো?
- অনেক মনে হতো। আসতে চাইতাম। কিন্তু আজ এসেই পড়লাম।

- খুব ভালো করেছো দাদু। আজকে আমি অনেক খুশি হয়েছি। ঘড়ে চলো। অনেক দূর থেকে এসেছো। একটু বিশ্রাম করে খাওয়াদাওয়া করো।

০২।

খেয়েদেয়ে হালকা একটু বিশ্রাম নেয় আরিফ। গ্রামটা শহর থেকে অনেক দূড়ে। বিকেল হয়ে এসেছে। আরিফ বিছানা থেকে উঠে দেখে আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি আসবে হয়তো। ঘড় থেকে বের হয়ে বাইরে যায় সে। বাহ! গ্রামের এই দৃশ্য-র চেয়ে সুন্দর জিনিস সে আর কোথাও দেখেছে বলে মনে পড়ে না। আরিফ কিছুক্ষনের জন্য স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে যায়। সেইসময় পেছন থেকে আলী ডাক দিয়ে বলে, জোরে বাতাস বইছে। তুফান আসবে। ঘড়ে চলে আয়। আরিফ বলল, দাদা, অনেকদিন ধরে বৃষ্টিতে ভিঁজি না। আজকে একটু ভিঁজতে চাই।
আলী সতর্ক গলায় বলল, এসব বৃষ্টিতে ভিজতে হয় না। বাঁজ পড়বে জোরে জোরে। গতবারও দুজন মানুষ মরেছে বাঁজ পড়ে।
আরিফ ঘড়ে চলে আসে। ঘড়ে চলে আসা মাত্রই ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়া আরাম্ব হয়। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে প্রচন্ডভাবে। আলীর ধারণাই ঠিক হলো। তুমুলবেগে বৃষ্টি এবং সাথে বজ্রপাত। কারেন্ট চলে গেছে। ঘড়ে অন্ধকার। অন্ধকার ঘড়ে কেবল দুজন মানুষ। আজকেই তাদের প্রথম দেখা। অতোটা পরিচয় নেই তাদের মধ্যে। তবে সম্পর্কটা রক্তের।
"দাদা, এভাবে একা একা থাকতে তোমার সমস্যা হয় না?" আরিফ কিছুটা চিন্তিত গলায় বলল। বাইরে টিনের চালের কিছু অংশ বাতাসে ঝাপটাচ্ছে। আলী ঠান্ডা গলায় বলল,

সমস্যা তো হয়ই। একা একা থাকতে আর কারই বা ভাল্লাগে? সময়টা কোনরকম ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে পাড় করার চেষ্টা করছি। এগোতে চায় না।
- আমাদের সাথে শহরে যাবে?
- শহরে গেলে কী সব সমস্যার সমাধান হবে?
- আমি তবু গ্রামের মুক্ত হাওয়ায় ভালোই আছি। তোরা শহরের চার দেয়ালে আটকে থেকে কী পাস? আজকে দেখছিস না? বৃষ্টি হচ্ছে। কালকে সকালে ইনশাল্লাহ্ জাল নিয়ে বের হবো। অনেক মাছ পাওয়া যাবে কাল। নতুন পানি। মাছও খুশি, আমিও খুশি। কালকে আমার সাথে মাছ ধরতে যাবি?

পরদিন আরিফ তার দাদার সাথে বের হল। আলীর কাঁধে সেই জালটা। আজকে তার মনে কোন চিন্তা নেই। জালটা নিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা সে ভুলেই গেছে। আরিফ আশেপাশে তাকিয়ে দেখে। পরিবেশটা চকচক করছে। সাথে ঠান্ডা বাতাস। কয়েকটা পুকুরে বিশাল বিশাল হলুদ ব্যাঙ ডেকে যাচ্ছে। আরিফ ভাবে, আগে পৃথিবীটা মানেই সে মনে করত, বিশাল বিশাল দালান, পাকা পিচের রাস্তা, ধুলা, আর বিশাল বড় বড় মার্কেট। কিন্তু এখানে এসে তার মনে হচ্ছে, সে অন্য একটা জগতে চলে এসেছে। নদীতে গিয়ে জাল ফেলে আলী। আলীর জাল ফালানো দেখে আরিফ কিছুটা অবাক হয়। এরকম করে টিভিতে জাল ফেলতে দেখেছে সে। বাস্তবে দেখা হয়েছিলো না। আজ হলো। আলী কিছুক্ষন পর জালটা আস্তে আস্তে টানা আরাম্ব করল। আরিফ হা করে জালের দিকে তাকিয়ে আছে। আলী যখন জালটা তুলল, আরিফ অবাক হয়ে দেখলো, মুক্তোর মতো মাছ চকচক করছে। অনেক মাছ। তার দাদার মুখে হাঁসি। আরিফকে ডেকে বলল, দেখেছিস, কতোগুলো মাছ এসেছে? রাতে বলেছিলাম না, অনেক মাছ আসবে। আরিফ এতো কাছ থেকে মাছ ধরা আগে দেখেনি। এই প্রথম। আলী কয়েকবার জাল ফেললেন। তারপর আরিফকে বললেন, এইবার এগুলা মহাজনের কাছে বিক্রি করবো।
আজকে সারাদিন আরিফ আলীর সাথেই ছিলো। দিনটা অনেক সুন্দর কেঁটেছে। আজকে অনেক নতুন নতুন জিনিস শিখেছে সে। সারা জীবন শহরের বড় লোকের ছেলেদের মুখ থেকে শুনে এসেছে গ্রাম অঞ্চলের দুর্নাম। তবে আজকে মনে হলো, গ্রাম ঘুড়ে না আসলে ব্যাপারটা মোটেও বোঝা যায় না। এখন আরিফ বুঝতে পারে তার দাদা কখনোই গ্রাম ছেড়ে শহরে যাবে না। এখন তো নিজেরই যেতে ইচ্ছে করছে না। তার শেকড় তো এখানে। তার পুর্বপুরুষেরা এই মাটিতেই বড় হয়েছে, এই মাটিতেই তারা শুয়ে আছে। তার বাবাই এই শেকড় ছেড়ে বাইরে এসেছে। বাবার প্রতি সামান্য রাগ হয় তার। এই অঞ্চলে আলীর মতো অনেক মানুষ। কী সুন্দর তাদের জীবন। একসাথে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। কাজের সময় মন দিয়ে কাজ করছে। কত অবসর সময় তাদের। মাছ বিক্রি করে কিছু টাকা পায় আলী। সেই টাকা দিয়ে বাজারে গিয়ে কিছু কেনাকাটা করে। তার নাতী এসেছে। যতদিন সে আছে ততদিন ভালো কিছুই রান্না করে যেতে হবে। আরিফ একবার বলল, আমার নানু মারা গেছে অনেক আগেই। তখন তুমি ইচ্ছা করলেই বিয়ে করতে পারতে। কিন্তু ওসবও করলে না। এখন তো তোমার বয়স হয়ে

গেছে। একা রান্নাবান্না করো। একটা কাজের লোক রেখে নাও। আলী বলে, কী লাভ। আমি নিজেই এখনো ভালো চলতে পারি বুঝেছিস? কাজকর্ম করলেই মানুষ সুস্থ থাকে। বৃদ্ধ মানুষেরা যেদিন থেকে কাজকর্ম করা বাদ দিয়ে বসে পড়ে, সেদিন থেকেই শরিলে রোগ বাঁধতে থাকে। কিছুদিন পরেই তাঁরা মরে যায়। তাই যতদিন আছি, কাজ কর্ম করেই বেঁচে থাকতে চাই। আর আল্লাহর রহমতে আমার শরিলে কোন রোগবালাই নেই।

রাত হয়। আলী রান্নাবান্না শেষ করে। তারপর দুজনে খাওয়াদাওয়ায় করে। ঘড়ে দুইটা বিছানা। একটাতে আলী ঘুমায়। আরেকটাতে আরিফ ঘুমাবে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে অনেক্ষন আলাপ করে। ঘুমের কোন ভাব নেই। আলী বলে, তা কতোদিনের জন্য এসেছিস?

- কেন? আমি যদি বলি, সারা জীবন এখানেই থাকবো, তাহলে কী করবে?

- আরে। তুই শহরের ছেলে। তুই গ্রামে থাকতে যাবি কেন? কিছুদিন থাকবি, চলে যাবি, সময় পেলে আবার আসবি।

- কতদিন থাকবো সেটা এখনো ভেবে দেখিনি। তবে থাকবো কিছুদিন।

- তোর মা কিছু মনে করবে না?

- করুক। সমস্যা কোথায়?

আলী ঘুমিয়ে পড়ে। আরিফ আসার পরে রাতের ঘটনাগুলোর কথা সে ভুলেই গেছে। আজকেও ভেঁজা জালটা ঘড়ের কোনে টানিয়ে রাখা হয়েছে। আলী ঘুমায়। গভীর ঘুম। কতক্ষন ঘুমিয়েছে বলা যায় না। কিন্তু কোন অজানা কারণে ঘুমটা ভেঙে যায়। চোখের পাতা জ্বলে। ঘুম মোটেও শেষ হয় নি। কোন একটা কারণেই ঘুম ভেঙেছে। আলী জালটার দিকে তাকায়। নাহ... জালটা তো সেখানেই আছে। তাহলে? তাহলে কেন ঘুম ভাংল? বড্ড পানি পিপাসা পেয়েছে। একটু ওঠা দরকার। আলী বিছানা থেকে যখন উঠল, একটা ভয়ানক আতঙ্কে তার শরির কেঁপে উঠল। চোখ দুইটা বড় বড় হয়ে গেল। আলীর ঠিক সামনে অনেকগুলো মানুষ। এক, দুই, তিন,,, গুনে গুনে ছয়জন মানুষ। স্বাভাবিক মানুষ নয় তারা। তাদের শরির গলে পচে কালো কুচকুচে হয়ে গেছে। শরির থেকে মাংস খসে খসে মাটিতে পড়ছে। আলী এটা দেখার পর নিজেকে আর সামলাতে পারলো না। সাথে সাথে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হাড়িয়ে ফেলল। এর পরের ঘটনা তার মনে নেই। আরিফ যখন তার দাদার আওয়াজ শুনে ছুটে আসে তখন সে দেখে তার দাদা বিছানা ছেড়ে মাটিতে পড়ে আছে। মুখ থেকে গোঙরানির মতো আওয়াজ বের হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি অবাক হয় এটা দেখে যে, আলীর গা জুরে সেই ভেঁজা জালটা পেঁচিয়ে আছে। টাইট করে পেঁচানো। অনেক চেষ্টা করেও একা জালটা খুলতে পারলো না। তার দাদার শরির কাঁপছে প্রচন্ডভাবে। অনেক চেষ্টার পরে যখন জালটা ছাড়াতে ব্যার্থ হল তখন বাধ্য হয়েই রান্না ঘড় থেকে বটিটা বের করে আনে। তারপর একপাশ সাবধানে কাঁটতে থাকে। কাঁটার পরে আরিফ তার দাদাকে জালের ভেতর থেকে বের করে আনে। জগ থেকে এক গ্লাস পানি এনে আলীর মুখে ছিটিয়ে দেয় সে। কিছুক্ষন পরে জ্ঞান ফিরে আসে তার। আলী বুঝে উঠতে পারে না, কী

হয়েছে তার সাথে। মাথা ঘুড়াচ্ছে প্রচন্ডভাবে। আরিফ তার দাদার কাঁধে জোরে ঝাকুনি দিয়ে বলে, তুমি ঠিক আছো দাদা? এসব কিভাবে হলো? আলী জালটার দিকে তাকিয়ে বলে, জালটা এখানে কী করে?
- আমিও তো সেটাই বলি। এটা তোমার সারা গায়ে জড়ানো ছিলো। তুমি জ্ঞান হাড়িয়েছিলে।
- আমার কিছু একটা হয়েছে। কিছু হয়েছে আমার।
- কী হয়েছে? আমাকে খুলে বলো।
- কিছুদিন ধরে ঠিকমতো ঘুমাতে পারি না। আমার পাশে কে যেন মাঝে মাঝেই আসে। আজকে অনেকগুলো মানুষ এসেছিলো আমার খাটের সামনে। খুব নোংরা চেহাড়া। আমাকে ঘুমাতে দেয় না।
আরিফ এসব কথা শোনার জন্য নিজে প্রস্তুত ছিলো না। কে আসে তার দাদার সামনে? আরিফ জিজ্ঞাস করে, তোমার গায়ে এই জালটা পেঁচানো ছিলো। এটা এখানে আসলো কিভাবে? আর তোমার গায়েই বা জড়ালো কিভাবে? আলীর প্রচন্ড শীত লাগছে। শরির ভেঁজা। আরিফ একটা কম্বল এনে আলীর গায়ে জড়িয়ে দেয়। আলী বিছানায় উঠে বসে। তারপর আরিফকে বলতে থাকে, সমস্ত দোষ এই জালটার। যেদিন থেকে এই জালটা আমার ঘড়ে এনেছি, সেদিন থেকেই এই ঘটনাগুলি ঘটছে। এই জালটাই অভিশপ্ত।
আরিফ বলে, জালটা পেয়েছো কোথায়?
- আমার সাথেই মাছ বিক্রি করে। নাম আজাদ। ও বলল, ওর কাছে ভালো একটা জাল আছে। সেটা দিয়ে মাছ ধরোগে। আমি জালটা নিয়ে আসার পরেই তেমনটা হচ্ছে। এতোদিন কিছু মনে করিনি। ধরে নিয়েছি সব কিছু একটা স্বপ্ন। কিন্তু না। ঝামেলা অবশ্যই একটা আছে।
- হয়েছে কালকে সকালে ওনার সাথে কথা বলতে যাবো। এখন ঘুমাও। রাত আড়াইটা বাঁজে। সকালে এই জালের রহস্য বের করা যাবে।
সেরাতে আর তেমনটা হয় নি। জালটা এখনো মেঝেতে পড়ে আছে। কালো কুচকুচে রঙের। প্রথম জালটা যখন সে বাড়িতে আনল তখন দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগছিলো। কিন্তু এখন সেই একই জালটা দেখে কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে। জালটা এমনভাবে মেঝেতে পড়ে আছে যেন মনে হচ্ছে, একটা কালো কুকুর গুটিশুটি হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছে। সে রাতটা আলীর কেমন করে কাঁটবে আল্লাহ্ ভালো যানে।
আরিফেরও রাতে ঘুম হয় নি। মাঝে মাঝেই বিছানা থেকে উঠে দাদার বিছানায় উকি দিয়ে দেখে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। অবশেষে রাত শেষ হয়ে সকাল হল। জালটা এখনো মেঝেতে পড়ে আছে। পাশেই বঁটি। আলী বঁটি দেখে জালটার কাছে গেল। তারপর জালটা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করার পর দেখল, সেটা ছেঁড়া। আলী আরিফকে ডাক দিয়ে বলল, জালটা ছিঁড়লো কিভাবে?
- আমি ছিঁড়েছি। গতরাতের ঘটনা মনে নেই? সারা শরির পেচিয়ে ছিলো জালটা। ছেঁড়া ছাড়া তো উপায় ছিলো না। আমি জানি জালটা তোমার নয়। তোমার প্রতিবেশি বন্ধুর। কিন্তু জালটা তো তোমার জন্য বিপদ ডেকে এসেছে।

আলী কিছু বলল না। চুপ করে রইল। আজকে আর মাছ ধরা হবে না। ইচ্ছাও নেই। সেদিন সকালে খেয়েদেয়ে ওরা রওনা হলো আজাদ-দের বাড়ির দিকে। কিছুদিন ধরে আজাদের সাথে দেখা-ই হচ্ছে না। মাছ ধরতেও আসে না। আলীর কাছে ব্যাপারটা সন্দেহ লাগে। তাই সে চিন্তা করেছে আজকে সব বিষয়গুলো খোলাসা করবে।

আজাদের বাড়িতে আসার পরেই ওর মেয়ের সাথে দেখা হয়ে গেল। আলী ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে নাঈমা, কেমন আছিস? নাঈমা আলী এবং তারপর আরিফের দিয়ে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জা নিয়ে বলল, ভালো।
- তোর আব্বা কোথায়?
- বাড়ির পেছনে জাংলা দিচ্ছে।
আলী বাড়ির পেছনে গেল। তারপর আজাদকে দেখতে পেয়ে বলল, কেমন আছো?
- আরে! আলী ভাই যে। আজকে এতো সকালে কী মনে করে? আর সাথে এটা কে?
- আমার নাতী।
- বলো কি? এতো বড় হয়ে গেছে? তোমার ছেলেকেই তো এমন দেখেছিলাম।
- হুম। বড় হয়ে গেছে।
- চলে ঘড়ে চলো। একটু বসা যাক।
আলীর মুখ গম্ভীর। তখন সে আজাদকে বলল, বসার জন্য আসিনি। একটা জিনিস জানতে এসেছিলাম।
আজাদ কিছুটা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী আলী ভাই?

বাড়ি থেকে একটু দূড়ে চলে আসে ওরা। ওদের বাড়ির পেছনে। এদিকে কোন মানুষ আসে না। আলী বলল, এখানে কেন নিয়ে আসলে? আজাদ সত্যিই অনেক বিচলিত। শরির ঘামছে তার। রীতিমত কপাল থেকে পানি বেয়ে বেয়ে পড়ছে। আরিফ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আজাদের দিকে।
অবশেষে আজাদ মুখ খুলল, তোমার কাছ থেকে একটা জিনিস গোপন করেছি আমি। তবে গোপন না করেও উপায় ছিলো না। তবে যখন জানতেই চাচ্ছো, তখন তোমাকে মিথ্যে কথা বলবো না। তবে আমাকে কথা দাও, এই জিনিসটা যাতে আর কেউ না জানে।
- কী এমন কথা? বলো শুনি।

আজাদ বলতে লাগল,
প্রায় দশ-বারো দিন আগের ঘটনা। আমি একটা নৌকা ভাড়া করেছিলাম রাতে মাছ ধরবো বলে। পুর্ণিমার রাত ছিলো। আকাশটা দিনের মতো উজ্জ্বল। আমার সাথে একটা ছেলে ছিলো, নাম লোকমান। তোমার নাতীর বয়সীই হবে প্রায়। ওদিকে কেউ মাছ অতটা ধরতে যায় না। কিন্তু আমার সেদিন যেতে ইচ্ছে হলো। এতো সুন্দর রাত ছিলো তখন। তবে আশেপাশে কেউ নেই। পুরো এলাকায় একটা কুকুরের ডাকও শুনতে পাইনি সে-রাতে। বেশ কয়েকবার জাল ফেলে ভালো মাছই ধরলাম। লোভ ধরে গেল

কেমন যেন। সেদিন অনেক মাছ ধরছিলাম। আরো একটু এগিয়ে যেতে চাইছিলাম। তবে তারপরে যে ঘটনাটা ঘটলো, সেটার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। আমি জালটা ফেলেছি। কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর জালটা তুলতে যাবো, তখন দেখলাম জালটা সহজে উঠছে না। অনেক ভারী। লোকমানকে ডাকলাম। দুজনে ধরে জালটা তোলার চেষ্টা করলাম। অনেক কষ্টের পর অবশেষে জালটা উপরে তুললাম। কিন্তু সেখানে কোন মাছ নেই। যেটা দেখলাম, জীবনে কখনো এতো অবাক হই নি। অতঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলাম সে রাতে। আমি রাতে কখনোই ভয় পাই না। অথচ... আমি খেয়াল করলাম ভয়ে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে। আমি জালটা নৌকায় তোলার পর দেখলাম ওই জালের ভেতরে পেচানো আরেকটা জাল। আর তার ভেতরে আছে মানুষে অনেকগুলো কঙ্কাল। লোকমান সেটা দেখার পর মাথা ঘুড়ে সাথে সাথে পড়ে জ্ঞান হারাল। এতো ভয় সে আগে হয়তো পায় নি। ওর যে হুস ফিরিয়ে আনতে হবে সেই চিন্তাও আমি করি নি।
পরে একসময় শান্ত হলাম। ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। মনে সাহস আনলাম। কার কঙ্কাল এগুলো? একসময় জালটা আমি আস্তে আস্তে বের করলাম সাবধানে। হাড়ের সাথে জালের কিছু অংশ আটকে গেছে। ছাড়ালাম সেগুলো। কঙ্কালগুলো থেকে জালটা আলাদা করলাম। তারপর গুনে গুনে দেখলাম পুরো ছয়টা মানুষের কঙ্কাল। কে এরা? কোথা থেকে এসেছিলো এখানে? আর জালের ভিতরেই বা এলো কিভাবে? ভেবেছিলাম, ঘটনাটা সবাইকে জানাবো। কিন্তু পরে আর সেটা করি নি। থানা পুলিশের ঝামেলাটা আর নিতে চাই নি। পুনারায় একে একে ছয়টা কঙ্কালই নদীতে ভাঁসিয়ে দিলাম। জালটা ফেলে দিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, লাশের সাথে হয়তো জালটাতেও পচন ধরেছে। কিন্তু একি! জালটা এক্ষনো অক্ষত আছে। একটুও বাজে গন্ধও বের হচ্ছে না। জালটার মায়ার পড়ে গেলাম, ঠিক তুমি যেমনটা পড়েছিলে।

আলী আর আরিফ এতোক্ষন হা করে আজাদের কাহিনি শুনছিলো। এতো বড় একটা ঘটনা সে লুকিয়ে রেখেছে? একটা দুইটা না। ছয় ছয়টা কঙ্কাল একটা জালের মধ্যে পাওয়া গেছে। অনেক বড় একটা ঘটনাই তো। অথচ গ্রামের কেউ এটা জানে না। তারপর আজাদ বলতে লাগলো, জালটা খুব পছন্দ হয় আমার। পরে সেটা বাসায় নিয়ে আসি। পরদিন মাছও ধরলাম সেই জাল দিয়ে। কিন্তু তারপরের রাত থেকেই ঘটনা শুরু হলো। রাতে আর ঘুমাতে পারি না। প্রতি রাতেই জাল থেকে কে যেন চিৎকার করে। আমি একাই শুনি। আমার মেয়ে কিছুই শুনে না। আমার মেয়ে এখন আমাকে দেখেই ভয় পায়। ভাবে, পাগল টাগল হয়ে গেছি হয়তো। কিছুদিন এভাবে চলার পর মনে হলো, সত্যিই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। রাতে যেন আমার পাশে কে শুয়ে থাকে। উঠে অনেকবার খুজেও কাউকে পাই না। পরে বুঝতে পারলাম যা কিছু হচ্ছে, এই জালটার জন্যই।
তারপরের দিনই তুমি জাল কেনার কথা বললে। ভেবেছিলাম, তোমার কাছে জালটা গেলে এসব কিছুই হবে না। তাই তোমাকে জালটা দিয়েছি। আমার অনেক বড় একটা ভুল হয়ে গেছে। আমাকে মাফ করে দাও। না বুঝে তোমাকে অনেক বড় একটা বিপদে

ফেলে দিয়েছি। আলী কোন কথা বলল না। আজাদের কথা শুনে সে চুপ করে রইল। ছয়টা মানুষের কঙ্কাল, কাদের এগুলো? কোথা থেকে আসলো এই কঙ্কালগুলো? আরিফ কেবল কথাগুলো হাঁ করে শুনছিলো। কী আজব একটা ঘটনা। অথচ এলাকার কেউ এই খবর জানেই না। আলী বলল, তো থানায় জানানো উচিৎ ছিলো।
- তখন সাহস হয়নি। একবার ভেবেছিলাম পুলিশে জানাবো। তবে থানা পুলিশের ঝামেলায় কে যেতে চায় বল। আবার নিজেই এই মামলায় ফেঁসে আসামী হয়ে যাই কিনা। তাই আর করলাম না। তা জালটার কী করেছ?
- আসার পথে জালটা পুড়িয়ে ফেলেছি।
- দেখতে অনেক সুন্দর ছিলো জালটা। কেন যে এর উপরে অভিশাপ আসলো।

আরিফ আলীকে বলল, থাক। এটা নিয়ে তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। জালটা যেহেতু পুড়িয়ে ফেলেছি তাই আমার জানামতে আর কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আলী বলল, আমিও সেটাই মনে করি। কিন্তু আমার খুব চিন্তা হচ্ছে এটা ভেবে যে তাহলে ওই কঙ্কালগুলো তাহলে কাদের? কোন দোষে তাদের এভাবে মারা হলো।
- আমিও সেটাই মনে করি। কঙ্কালগুলো খুব পরিকল্পনামতো জালের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি মনে করি এগুলো নিয়ে থানায় একটা জিডি করার দরকার ছিলো।
- আমিও তাই মনে করি। তবে এখন তো কোন প্রমানও হাতে নেই। জালটা পুড়িয়ে দিলাম। আজাদের কঙ্কাল পাওয়ার ঘটনাও কেবল একটা গল্প মাত্র। কোন প্রমান নেই।

গল্প করতে করতে দুজনে বাড়িতে চলে আসে। আজকে রাত থেকেই বোঝা যাবে সবকিছু ঠিক আছে কিনা। যদি সব ঠিক থাকে তাহলে কোন সমস্যা হবে না আশা করা যায়। আবার নতুন একটা জাল কিনে তারপর মাছ ধরা আরাম্ব করতে হবে সেটা ভেবেই একটু খারাপ লাগল। কিনতে তো হবেই। জালটাই যে তাদের একমাত্র রোজগারের মাধ্যম। মাছ না ধরলে চলবে কিভাবে? আলী তাই বলল, চল, আজকে আমি আর তুই বাজারে যাবো। সুন্দর দেখে একটা জাল কিনতে হবে। যাবি আমার সাথে?
- অবশ্যই যাবো দাদা। কখন যাবে?
- বাজার বসবে বিকেলের দিকে। তখন অনেক কিছু পাওয়া যাবে। তুই আগে গ্রামের বাজার দেখিস নি?
- না দাদা। দেখার খুব ইচ্ছা আছে।
আজকে গ্রামের পরিবেশটা অনেক সুন্দর। ইদানিং ঘণ ঘণ বৃষ্টি হয় বলে পরিবেশের সব কিছু চক চক করে। কিছুক্ষন পর পর আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। বাতাস বয়, মাঠের মধ্যে হাজার হাজার গরু-ছাগল বাঁধা। গৃহস্থেরা ছুটে যায় সেগুলো আনতে। অনেকে মাঠে ধান শুকোতে দেয়। আকাশে মেঘ দেখলে ধান তোলার জন্য উঠেপরে লেগে যায় সবাই। মেঘ কেঁটে যায় কিছুক্ষন পরেই। বিশাল বড় বাতাসের ঝটিকা এসে সেই মেঘকে দক্ষিন থেকে উত্তরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আবার রোদ ওঠে। বৃষ্টি হয় না।

গৃহস্থ পুরুষ আবার গরুগুলো মাঠে দিয়ে আসে। কৃষকেরা আবার রোদের নিচে ধান নেরে দেয়। কিছুক্ষন পরে আবার দক্ষিনের আকাশে মেঘ দেখা দেয়।
আরিফ দূরে বসে এগুলো পর্যবেক্ষন করে। আরিফ ভাবে, গ্রামে না আসলে এসব কিছু সে দেখতেই পেত না। আলী দুপুরে খাওয়ার জন্য ডাকে। তারপর বলে, খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে একটু পরে তোকে নিয়ে বাজারে যাবো।

৩।

আশেপাশে কতো মানুষ। আরিফ প্রথমে মনে করত গ্রামে কত নিরিবিলি পরিবেশ। জনমানব অনেক কম। কিন্তু বাজারে আসার পর তার ধারণাই পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এতো মানুষ গ্রামে। সবাই কত ব্যস্ত। আলী মাঝে মাঝে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখে তার নাতি ঠিক আছে কিনা। বাজারের একপাশটায় অনেক খাবারের দোকান। আলী সামন থেকে বলল, এখন তো তুই বড় হয়ে গেছিস। এসব বাচ্চাদের জিনিস দেওয়া তোকে মানায় না। তবুও তুই আমার একমাত্র নাতি। তুই ছোট হ্ কিংবা বড় হ্। তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। তুই সারাজীবন আমার কাছে ছোটই থাকবি। এখন বল তো কী খেতে ইচ্ছা করছে?
- আহ্ দাদা। এতো উতলা হয়েছো কেন? আমি কি বলেছি আমি খাবো না। তবে এখন যে কাজের জন্য এসেছি সেটা অন্তত করি। আগে চলো জাল দেখে আসি।
- সেদিকেই তো যাচ্ছি। এমনি বললাম কিছু খাবি কিনা।
- আসো তারাতারি, রোদ উঠেছে অনেক।
- হুম। আকাশ মেঘলা থাকলে যতটা শান্তি এখন রোদ উঠায় ততটা আযাব।

বাজারের একটা কোনে একটা লোক জাল বিক্রি করছে। আলী বলল, তুই একটা পছন্দ কর।

- আমি এসব জালের কি বুঝবো দাদা।
- তবুও একটু দেখ, তোর কোনটা ভালো লাগে।
- আচ্ছা। দেখছি।
অনেক দেখাদেখির পর ওরা একটা জাল কিনে নেয়। তারপর বাড়ির জন্য কিছু বাজার করে নেয়। সাথে নানান ধরনের খাবার। আরিফের কিছু সময়ের জন্য মনে হলো সে যেন আবার আগের মতো ছোট হয়ে গেছে। দাদার সাথে মজা করে কথা বলছে। এমনিতে বাসায় থাকলে এরকম করে কারো সাথে কথা হয় না। ভার্সিটিতেও বন্ধুরা নানান কাজে ব্যাস্ত এখন। আড্ডা আর আগের মতো দেওয়া হয় না। তাই একসময় ভাবল, নিজের গ্রামের বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক। তাই সে চলে আসে। এখানে আসার পরে যে তার মনটা এতো ভালো হয়ে যাবে সেটা সে নিজেও কল্পনা করতে পারে নি।

আরিফ বলে, এই পুরো মাসটাই তোমার কাছে থাকবো। এখান থেকে আমার মোটেও যেতে মন চাচ্ছে না দাদা। আলী মজা করে বলে, তাহলে আমাদের গ্রামেই থেকে যা। আমাদের সাথে মাছ ধরবি। ক্ষেতে যাবি। আর পারলে এখানেই তোকে বিয়ে দিবো।
- ধুর। কী বলো এসব?
- কেন? কী বললাম? এখানে থাকতে চাস, তবে তো এখানেই বিয়েশাদি করতে হবে।
- যদি থাকি তাহলে তো অবশ্যই করবো। সেটা নিয়ে তোমাকে আবার ভাবতে হবে?
- আমি ভাববো না তো আর কে ভেবে দিবে? তুই আমার একমাত্র নাতী। আচ্ছা, তোকে একটা কথা বলি, আজকে একটা মেয়েকে দেখলি না? আজাদের একমাত্র মেয়ে, নাঈমা। ওকে কেমন দেখলি?
- দাদা। তুমিও দেখি আমার বন্ধুদের মতোই। দাদা হয়ে তুমি আমাকে এসব কেমন কথা বলছ?
- আরে! অমন করছিস কেন? নাঈমা আমাদের গ্রামের মেয়ে। তুই ওকে দেখিস নি? আজকে যে মেয়েটা আজাদের বাড়িতে মাছ কুটছিলো।
- হুম। চিনেছি। দেখতে তো খারাপ না। শ্যামলা।
- তোর পছন্দ হয় কিনা?
- বাদ দাও তো দাদা। আর একটা কথাও বলবে না।

আলী চুপ হয়ে যায়। এই বিষয় নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। তারপর ওরা রাতের বেলা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আজকে সারাদিন অনেক কিছু করেছে তারা। আলী শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে গেল। তবে আরিফের ঘুম আসছে না। মনের মধ্যে নানান ধরনের চিন্তা আসে। বিছানা এপাশ ওপাশ করতে থাকে। একটা মেয়ে, মাছ কুটছিলো। আরিফ যখন মেয়েটার দিকে তাকালো মেয়েটাও তখন আরিফের দিকে তাকিয়েছিলো। দুজনের চোখাচোখি। তারপর মেয়েটার লজ্জা পাওয়া মুখ। আরিফ সত্যি মেয়েটার কথা ভুলতে পারছে না।

আরো অনেক দিন পার হয়ে গেল। তারপর থেকে আলী আর ওইসব বাজে স্বপ্ন দেখে নি। সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। আরিফও বর্তমানে দাদার সাথেই আছে। এই সপ্তাহটাই থাকবে। তারপর চলে যাবে। অনেক দিন ছিল এখানে। ভার্সিটির ছুটি শেষ হবে। তারপর পরিক্ষা। থাকতে চাইলেও চলে যেতে হবে এখান থেকে। এই কদিনে গ্রামের অনেকের সাথেই পরিচয় হয়েছে। তবে এই গ্রামে আরিফের সমবয়সী কাউকেই পেল না। যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে, তারা বয়সে অনেক ছোট।
বাচ্চাদের সাথে থাকার আলাদা একটা মজা আছে। ওদের সাথে থাকলে অনেক কিছু শেখা যায়, আবার ওদেরকে কোন কিছু শেখালে ওরা অনেক খুশি হয়। আরিফ এই কয়দিনের মধ্যে ওদের মন জয় করে ফেলেছে। কোন জটিল সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য সবাই আরিফের কাছে ছুটে আসে।
তাছাড়া আরো একজন মানুষের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছে। মতলব চাচা। আলীর সাথেই মাছ ধরতো। তবে তিনি মাঝে মাঝে অন্যান্য গ্রামেও কাজ করতে যান। দেখা হলে মাঝে মাঝে দেখা হয়। মতলব চাচা মজার একজন মানুষ। আরিফের সাথে বসলে নানান ধরনের আলোচনা হয়। বিশেষ করে ভুতের গল্প বলাতে তিনি ওস্তাদ। গল্পগুলো সত্যি কিনা সেটা কারো জানা নেই। তবে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলাও একটা প্রতিভা। সবার দ্বারাই বানিয়ে বানিয়ে এরকম রোমাঞ্চকর গল্প বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মতলব চাচা পারেন। আরিফ ভাবে, চাচার ভেতরে লেখক হওয়ার সুপ্ত মেধা আছে। তিনি এতোদিনে হয়তো বড় মাপের কোন লেখক হয়ে যেতেন। তবে দুর্ভাগ্য মতলব চাচা লেখাপড়া জানে না। পড়তে পারেন না। আরিফ ভাবে, সে যদি আরো কিছুদিন থাকতে পারতো, তাহলে মতলব চাচাকে বাংলা লেখা শিখিয়ে দিয়ে আসতেন। এরকম একটা মেধা মানুষের অজান্তেই নষ্ট হয়ে যাবে সেটা আসলে মেনে নেয়া যায় না।

পরদিন আলি খবর আনলো কয়েকজন লোক মিলে একটা ট্রলার ভাড়া করা হবে। সারারাত মাছ ধরা হবে। আলী যেতে চাচ্ছে। তাই আরিফকে বলল, তাহলে যাবি আমাদের সাথে মাছ ধরতে? আরিফ বলল, প্রতিবারই তো তোমার সাথেই যাই। সুতরাং আজকেও এর ব্যাতিক্রম হবে না। আমি তোমাদের সাথেই যাবো। তবে মাছ ধরতে নয়। মাছ ধরা দেখতে।

দুদিন পর বিকেলবেলা। বিকেলের দিকে বাতাস শুরু হলো। যে কোন সময় ঝড় আসতে পারে। তবে যেভাবেই হোক, আজকে মাছ ধরতে যেতেই হবে। কয়েকজনে মিলে ট্রলার ভাড়া করা হয়েছে। মাছ না ধরতে পারলে পুরো টাকাটাই বৃথা। সন্ধ্যার দিকে বাতাসের মধ্যেই রওনা দিলো সকলে। ট্রলারে প্রায় নয়-দশ জনের মতো মানুষ। সাথে আরিফও আছে। দুজন লোক ট্রলারটা চালানোর দায়িত্ব পেয়েছে। আর বাকি সবাই জাল ফেলবে। অনেকেই আছে পরিচিত। আজাদ ভাই এসেছেন। শফিকুল কাকা, সামাদ ভাই এসেছেন। এই কদিনে অনেকের সাথে ভালোই পরিচয় হয়েছে। সবাই আরিফকে চেনে। সামাদ ভাই বললেন, আরিফ! আজকে তোকে জাল ফালানো শিখিয়ে দিবো। শিখবি?

- অবশ্যই শিখবো ভাই। তোমাদের মতো আমারো অনেক ইচ্ছা করে মাছ ধরার।
আজাদ বলে, ওকে মাছ ধরা শিখিয়ে কি গ্রামে রেখে দেওয়ার ধান্দা করছিস? ওসব শিখে তোমার কোন লাভ নেই দাদু। তুমি শুধু দেখো আমরা কিভাবে মাছ ধরি।
আরিফ আজাদ ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, শিখে রাখলে তো কেন সমস্যা নেই ভাই। শহরে গিয়ে আমি অন্তত বলতে পারবো যে আমি জাল দিয়ে মাছ ধরতে পারি। আমার তখন আলাদা একটা দাম হবে।
আলী বলল, ও শহরে থাকে তো কী হয়েছে? ওর বাপ দাদারা সবাই থেকেছে গ্রামে। ওর শেকড়টাই তো গ্রামের। ও মাছ ধরা শিখবে না তো আর কে শিখবে? আর ওরা যদি না শিখে। তাহলে আমরা মরে যাওয়ার পর আমাদের এই পেশা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ওরাই আমাদের ভরসা। ওদেরকে শিখিয়ে দিলে যদি ওরা শিখে রাখে, তাহলে ওদের যে ছেলেমেয়ে হবে, তাদেরকেও ওরা শেখাতে পারবে।
- তুমি ঠিক বলেছো দাদা। আজকেই আমাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিতে হবে। আমিও তোমাদের সাথে মাছ ধরতে পারবো তাই। ট্রলার এগিয়ে চলছে। আজকে আকাশে কেন আলো নেই। চাদের দেখা পাওয়া যাবে না। পুরো আকশটাই মেঘে ঢাকা। এখন বাতাসের পরিমানটা একটু কমেছে। কিন্তু দূরে আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলো পানিতে প্রতিফলিত হয়ে একটা চমৎকার দৃশ্য তৈরি করে। মনে হয় খুব কাছেই বিদ্যুতের ঝলক দিলো। মনে হল সেটা হাত দিয়ে ধরা যাবে। মৃদু ইঞ্জিনের শব্দ এবং সাথে ঠান্ডা বাতাস। যেন দুনিয়ার বুকেই এক ফোঁটা সর্গ।

নৌকা আরো নদীর গভিরে চলে যাচ্ছে। আশেপাশে কোন তীর চোখে পড়ছে না। বাতাসের বেগ আরো বাড়ছে। এদিকেও বৃষ্টি আসতে পারে। আলী বলল, এখনি যতটুকু পারো সবাই জাল ফালাও। এখান দিয়েও বৃষ্টি হতে পারে। আলীর কথা শুনে সবাই জাল নিয়ে প্রস্তুত হল। বিশাল বড় একটা জাল। আরিফ এতো বড় জাল এর আগে কখনোই দেখে নি। একজন মানুষের পক্ষে সেই জাল তোলা অসম্ভব। অনেকে মিলে জালটা আস্তে আস্তে নদিতে ফেলতে হয়। ট্রলার এগিয়ে যায়, জালটাও নদীর বুকে বিছিয়ে যায়। কিছুক্ষন অপেক্ষা করার পর সেটা সবাই মিলে উপরে টেনে তুলে। আরিফও সাহায্য করে কাজে। মাছে জালটা ভারী হয়ে যায়। জালটা উপরে তুলে আনার পর সেখানে নানান ধরনের মাছ লাফাতে থাকে। মাছগুলো জাল থেকে ছাড়ানো হয়। আরিফ জাল থেকে মাছ ছাড়াতে গেলে আলী বলে, সাবধানে আরিফ! একটু অসতর্ক হলেই কিন্তু কাঁটা দিয়ে বসবে।
প্রথম টানেই ভালো মাছ পাওয়া গেল। এইবার সকলেই চিন্তা করলো। ট্রলারটা আরো গভীরে নিয়ে যাবে ওরা। আকাশে মেঘেরা আনাগোনা করছে। বৃষ্টি হচ্ছে না। বাতাস একবার কমে, আবার বাড়ে। ট্রলার আবার এগিয়ে চলল। আবার সামনে জাল ফেলবে ওরা। আজকে রাতে কেউ ঘুমাবে না। তাছাড়া ঘুম আসারও কথা না। মাছ ধরা একটা নেশার মতো। নেশা ধরে গেলে সেটা থেকে আর বের হওয়া যায় না। যত মাছ পাওয়া যাবে, ততই ধরতে ইচ্ছা করবে। এখন রাত আনুমানিক কত বাঁজতে পারে? তবে বেশি না। প্রায় দশটার মতো বাঁজে। গ্রামে এই দশটা মানেই অনেক রাত। অনেকেই এইসময়

নিশ্চই ঘুমে তলিয়ে গেছে। এদিকে ট্রলারের লোকদের কাছে রাতটা কেবল শুরু। মাঝে মাঝেই কোথাও যেন বজ্রপাত হয়। খুবই জোরে শব্দ হয় তখন।

- আজাদ ভাই! নাঈমা তো ঘড়ে একা। ওকে একা রেখে আপনি মাছ ধরতে চলে আসলেন?
আজাদ ভাইয়ের মুখের গঠনটা কেমন জানি পাল্টে গেল। হয়তো ভাবলেন, এর কী উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তারপর বললেন, মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে ঝামেলা। আল্লাহ্ কেন যে আমাকেই একটা মেয়ে দিলো। অন্য কারো ঘড়ে জন্ম নিলেই বোধয় ভালো হতো।
- এভাবে বলছেন কেন ভাই?
- বলবো নাতো কী। আজকে যদি একটা ছেলে হতো, তাহলে ওকে নিয়ে এখানে মাছ ধরতে নিয়ে এসে পরতাম। মেয়ে বলে ওকে আনতে পারি না। আবার বাড়িতে রেখে আসতেও ভয় লাগে।
- থাক চিন্তা করবেন না। আল্লাহ্ রক্ষা করবে। কিন্তু ও তো ভয়ও পেতে পারে অন্ধকার রাতে।
- না। ভয় পাবে না। আসলে ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার মেয়েটা খুব শক্ত মনের। ওর জন্ম হওয়ার পরেই ওর মা মরে গেছে। তাই এখনো ও ওর মায়ের মুখ দেখেনি। অনেক কষ্ট করে ওকে লালনপালন করেছি। তারপর ও যখন বড় হলো, ওই নিজের কাজ নিজে করা শিখে গেল। পুরো সংসারের ভাড়টা ও একাই নিয়ে নিলো। ওকে এখন আমি সারাক্ষন কাজই করতে দেখি। তবে বাবা হিসাবে আমি ব্যার্থ হয়েছি। ওর শখ আল্লাদ আমি পুরণ করতে পারি না। ওর সাথে কবে যে ভালোভাবে কথা বলেছি সেটাই মনে পড়ছে না।
কথাটা বলে তিনি খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হয়তো তিনি ভাবলেন, "আজ যদি তুমি চলে না যেতে, তাহলে এমনটা হতো না।"
আজাদ ভাইয়ের সাথে অনেক্ষন কথা বলে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। আকাশের অবস্থাও অতটা ভালো না। বাতাস অনেকটা বেড়েছে। ঠান্ডা বাতাস। বাতাস ঠান্ডা মানে আশেপাশে বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও। এদিকেও হবে হয়তো। সবাই ডাকতে শুরু করলো। তারাতারি আবার জাল ফেলতে হবে। আবার সকলের ব্যাস্ততা। সবাই জাল ফেলতে আরাম্ব করলো। এবারো ভালো মাছই পাওয়া যাবে আশা করা যায়। আরিফ গ্রামের এই লোকগুলোর শক্তি দেখে অবাক হয়। এই বয়সেও তারা কতোটা উদ্যমী। নিজেরও এতোটা শক্তি হয়তো নেই। এদিকে শহরের মানুষেরা বয়স বাড়ার কিছুদিন পরেই এরা আর বিছানা থেকেই উঠতে পারে না। অথচ, এদের বয়স সমান। আসলে, তার দাদা ঠিকই বলেছিলো। সে গ্রামে যাবে না। তার দাদা যদি শহরে গিয়ে থাকা শুরু করে, একমাসের মধ্যেই তার ডায়বেটিস, হার্টের সমস্যা ধরা পড়বে। তারচেয়ে দাদা এখানেই ভালো আছে। এখানকার মানুষেরা আসলেই অনেক সুখি। রোগবালাইয়ে কোন হিসাব নেই। বেশিরভাগ মানুষ দিন আনে দিন খায়।

আসলেই কি সবাই সুখি? নাঈমা? ও কি সুখে আছে? আজাদ ভাই? আলী? সবাই কি সুখেই আছে। সুখ একটা আপেক্ষিক জিনিস। এক মাত্রা দিয়ে এটা বিবেচনা করা যায় না।
এইবারো জালে খুব ভালো মাছ উঠলো। আবার সকলেই মাছ ছাড়াতে ব্যাস্ত হয়ে গেল।

রাত ১ টার মতো বাজে। অনেকবার জাল ফালানো হয়েছে।ট্রলারভাড়া মিটেও অনেকটা লাভ হবে সবার। সুতরাং চিন্তামুক্ত হলো সবাই। কিন্তু মাছ ধরা থামানো যাবে না। যতটা সম্ভব এখানে মাছ ধরবে ওরা। বাতাসের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। সাথে আবারো কাছে কোথাও যেন প্রবল শব্দে বাজ পড়ল। কানে হাত দিলো সবাই। আলী সবাইকে ছাউনির নিচে আসতে বলল। সবাই জালটাকে বাইরে রেখে ছাউনির ভিতর আশ্রয় নিল। কয়েক মিনিট যাওয়ার পরেই শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। আর সাথে বাতাস। অনেক জোরেই বাতাস বইছে। নৌকা প্রচণ্ডভাবে ঢুলতে লাগল। মনে হচ্ছে এখনি যেন নৌকা উল্টে যাবে। সবাই একসাথে জড় হলো। আরিফ এই প্রথম ভয় পাচ্ছে। গ্রামের অনেকগুলো সুন্দরের মাঝে এই একটা ভয়ংকর জিনিস।
আলী সবাইকে বলল, আমাদের এখনি রওনা দেওয়া উচিৎ ছিলো। কতক্ষণ এভাবে বৃষ্টি হবে কে জানে? এদিকে নৌকার অবস্থাও তো ভালো দেখছি না। কখন জানি আবার উল্টে যায়।

ঝড় থামার কোন নাম নেই। আরিফ মনে মনে দোয়া দরুদ পড়তে আরাম্ব করল। আশেপাশে ভয়াবহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আরিফ একসময় দূড়ে তাকিয়ে দেখলো, একটা হেডলাইটের মতো কিছু। কেউ কি আসছে তাহলে তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য? প্রচন্ড গতিতেই আসছে। এক পলকের মধ্যেই ওদের ট্রলারের কাছে চলে আসছে। আরিফ আলীকে ব্যাপারটা জানালো। আলী ওদিকে তাকিয়ে দেখে অনেক্ষণ চিন্তা করল। এই এতো রাতে এবং প্রবল ঝড়বৃষ্টির মাঝে কে আসতে পারে এদিকে? আলী ব্যাপারটা সবাইকে জানাল। কে হতে পারে?
হেডলাইটের প্রবল আলো। লাইটের পেছনে কে আছে সেটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওরা কারা! এটা ভাবার আগেই ওরা ট্রলারের উপরে উঠে আসলো। একটা স্পিডবোটে চড়ে এসেছে ওরা। একজন দুজন না। ওরা এখানে পাঁচ জন। আরিফ ওদেরকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে বিশাল বড় দা। কী ভয়ানক চেহাড়া ওদের। ওদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ করে গরগরে গলায় বলল, ভেতরে কেউ নড়বি না। যদি নড়িস, একটারো ঘাড়ের উপর মাথা থাকবে না। চুপচাপ যেখানে আছিস সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবি।

আরিফ আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো। সবার মুখেই ভয়ের ছাপ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। একটুর জন্যও নড়ছে না কেউ। আরিফ ফিস ফিস করে ওর দাদার কানের কাছে গিয়ে বলে, এরা কে দাদা? আলী কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, নড়িস না। ডাকাত এরা। যা মাছ ধরেছি তা নিতে এসেছে। চুপচুপ দাঁড়িয়ে থাক। একটুও নড়বি না।

- এদের তুমি চেনো?
- হ্যাঁ। পাশের এলাকার ডাকাত। অনেক পাওয়ার ওদের। কেউ কিছু বলতে পারে না।
- তাই বলে কেউ কিছু বলবে না?
- কে বলবে। দেখছিস না? হাতে কত বড় দা।
- দা-য়ের ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের সব মাছ নিয়ে চলে যাবে। আর আমরা কোন প্রতিবাদ করবো না?
- চুপ থাক। ওদের সাথে পেরে উঠবি তুই?
- কেন পারবো না? ওরা মাত্র পাঁচ জন। আর আমরা দশ জন। ওদের ডাবল। ইচ্ছা করলেই তো ওদের শিক্ষা দিতে পারি।

ডাকাতদের মধ্যে একজন ওদের কাছে এসে বলল, এই, মাছ কই রেখেছিস? আজাদ ভাই আংগুল দিয়ে ইশারা করে মাছগুলো দেখিয়ে দিতে যাচ্ছিলো তখন আরিফ আজাদ ভাইয়ের হাত নামিয়ে দিয়ে ডাকাত লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের মাছ কেউ নিতে পারবে না। আমরা মেরেছি, আমরাই বাজারে তুলবো। ডাকাত লোকটা হয়তো এই কথা আজকে নতুন শুনছে। এভাবে ওদের মুখের উপর কথা বলার সাহস আগে কেউ দেখায় নি। জামাল শেখ সহ সবাই আরিফের দিকে এগিয়ে আসলো। আলী ওর কানে কানে ধমক দিয়ে বলল, তোকে না বললাম, চুপ করে থাকতে। ওরা কতটা ভয়ানক সে সম্পর্কে তুই কিছুই জানিস না।
জামাল শেখ আরিফের কাছে এসে বলতে লাগল, শহরের ছেলে মনে হচ্ছে। ও হয়তো আমাদের সম্পর্কে কিছু জানে না। তাহলে শুনে রাখো ছেলে, আমরা ডাকাত। আরিফের কানের কাছে এসে জামাল শেখ বলল, আমার হাতে যে দা টা দেখছিস, এইটা দিয়ে কতজনকে জবাই করেছি তার কোন হিসাব নেই। ভালোয় ভালোয় মাছগুলো দিয়ে দাও, তারপর আমরাও বিদায় হয়ে যাবো। কিন্তু আরিফের মুখে একটাই কথা, সে ডাকাতদের উদ্দেশ্য করে বলল, এইখান থেকে একটা মাছও ওদের নৌকায় যাবে না।
আরিফের কথায় জামাল শেখ রাগে গজ গজ করতে লাগল। মনে হলো সে এখনি একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে। তারপর আরিফ ট্রলারের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওদের দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। আমরা সংখ্যায় ওদের চাইতেও বেশি। সামান্য ভয় দেখিয়ে ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তোমরাও দেখিয়ে দাও, তোমরাও ওদের থেকে কম না।

বাইরে প্রচন্ডবেগে বাতাস এবং তার সাথে বৃষ্টি। এই আবহাওয়ায় কারো মুখটাও ভালোভাবে দেখা যায় না। তবে জামাল শেখের অবয়বটা দেখেই বোঝা যায়। সবার চেয়ে লম্বা। মাথায় চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। টর্চ লাইটের চার্জ শেষ হয়ে আসছে। বজ্রপাতের আলোতেই সামান্য দেখা যায় জামাল শেখের সেই তীব্র রাগি চেহাড়া। জামাল শেখের দুই সহকারি আরিফকে ধরে ফেলে। দুহাতে দুজন ধরে। আরিফ নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু ওদের সাথে পেরে ওঠে না। তারপর জামাল শেখ, বাকি লোকদের উদ্দেশ্য করে বলে, যদি ভালোয় ভালোয় সবকিছু বলে দাও,

তাহলে আমি আর এতো ঝামেলা করবো না। আর তোমরাও কতটা বোকা, সামান্য কয়টা মাছের জন্য তোমাদের জান চলে যাক, এটা কি কেউ চাইবে? আমি তোমাদের ভালোর জন্যই বলছি।

কয়েকজনে তখন হাত দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে দেয়। প্রবল বৃষ্টিতে কিছুই ভালোভাবে দেখা যায় না। তারপর জামাল শেখ এবং ওর দুই সহকারি সেই ঘড়ের ভিতরে ঢুকে যায়। তারপর ওরা সেখানে মাছের সন্ধান করতে থাকে। আবার আশেপাশের কোন একটা জায়গায় বাজ পড়ল। প্রচন্ড শব্দে সবার গা একবার ঝাকি দিয়ে উঠল। আরিফকে যেই লোকগুলো ধরেছিলো, তারা কানের কাছে গিয়ে বলল, জীবন বাঁচাতে চাইলে চুপ করে থাকবি। একটা কথাও বলবি না।

০৪ ।

আরিফকে ছেড়ে দিয়ে বাকি দুইজন জামাল শেখের পেছনে পেছনে রওনা দিলো । বাইরে বৃষ্টির প্রবল বেগে কিছুই দেখা যায় না । দুইজন সহকারি কিছুক্ষনের মধ্যেই ছোট্ট ঘড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল । তারপর ওদের খবর আর পাওয়া গেল না । আবার পাশে কোথাও একটা বজ্রপাত হলো । কানে তালি লেগে আসে । তারপর নিরবতা । জামাল শেখের কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না ।

আরিফ বলল, এখনি ওদের ধরার ভালো সময় । ওরা সবাই ঘড়টার ভেতরে গিয়ে মাছ লুটছে । তারপর সবাইকে প্রস্তুত হতে বলল আরিফ । আজকে এই ডাকাতদের শেষ দেখে ছাড়বে । আরিফ বলল, আমাদের কাছে অস্ত্র বলতে কী কী আছে? ট্রলারে কয়েকটা বটি আছে । আর কিছু চাকু আছে । আর বড় বড় কিছু বড়শি । সবাই রেডি রাখো সব কিছু । আজকে এর শেষ দেখে ছাড়বো সবাই ।

আরিফ সাবধানে ট্রলারের ভেতরের ছোট কক্ষটার দিকে এগিয়ে গেল । তারপর সাবধানে কক্ষটার দরজা ধপ করে আটকে দিলো । সাথে সাথে দরজার খিলটা আটকে দিলো । স্টিলের দরজা । সহজে এটা ভেঙে ওরা বের হতে পারবে না । জামাল শেখের লোকেরা হয়তো ঘটনাটা টের পেয়ে যাওয়ার পর মাছ লুট করা বাদ দিয়ে দরজার কাছে ছুটে আসলো । কিন্তু ততক্ষনে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে । এই দরজা সহজে ওরা ভাংতে পারবে না ।

আরিফ সকল অস্ত্র রেডি করে । সবার হাতেই কিছু একটা দিয়ে বলে, আজকে আমাদের লড়াই করতে হতে পারে । আমি জানি তোমরা পারবে । তোমরা তো আর বাকিদের মতো ভীরু না । আজকে হয় এদের পুলিশে দিবো নয়তো এমন অবস্থা করবো, যাতে আর ডাকাতি না করতে পারে ।

ভেতর থেকে প্রচন্ড বেগে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ আসছে । প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে দরজাটা কাঁপছে । মনে হচ্ছে যেন ভেঙে ফেলবে ওরা । তবে এই দরজা ভাঙা কোন মুখের কথা না । শক্ত স্টিলের দরজা । কিন্তু ভাঙাটা যে অসম্ভব সেটাও বলা যাবে না । ওরা একসময় দরজার মধ্যে দা দিয়ে কোপাতে শুরু করল । বজ্রপাতের আলোতে দেখা যাচ্ছে দরজাটা ওরা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলছে । ওরা অপরপাশে কতটা হিংস্র হয়ে গেছে সেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে । চিৎকার করছে আর নানান ধরনের আজেবাজে ভাষা ব্যবহার করছে ।

বাতাস অনেকটা কমেছে । তবে বৃষ্টি এখনো আগের মতোই একটানা বর্ষে যাচ্ছে । একটুর জন্যও কমেনি । আরিফ শুনতে পারে ওরা চিৎকার করছে । খুবই আজবভাবে । কিছুক্ষনের জন্য আরিফের সন্দেহ হলো, কি করছে ওরা ভিতরে? ও আস্তে আস্তে দরজাটার কাছে গেল । তারপর দরজার পাশে কান পেতে শোনার চেষ্টা করল ভিতরে ওরা কি বলছে । তবে ওদের কোন কথা শোনা গেল না । আরিফের কানের কাছে হটাৎ করে একটা দায়ের কোপ দরজা ফেটে বের হয়ে এলো । চমকে উঠলো ও । একটুর জন্য রক্ষা পেয়েছে ও । আর একটু বামে কান রাখলে, দা পুরোটা আরিফের কানের ভিতর

ঢুকে যেত। আরিফ শুনতে পেল ওরা কেন জানি চিৎকার করছে। বৃষ্টির শব্দে ভালোভাবে কিছু শোনা যাচ্ছে না। ওদের কথা কানে আসছে না। শুধু অনেক্ষন যাবৎ চিৎকার করে যাচ্ছে এটাই বোঝা যাচ্ছে।
আলী বলল, কি হয়েছে ভেতরে? ওরা একম করছে কেন? আরিফ জানিয়ে দিলো এটা ওদের ফাঁদ। ওরা নিশ্চই এমনভাবে অভিনয় করছে যাতে আমরা দরজাটা খুলে দেই, আর ওরা আমাদের উপর সরাসরি ঝাপিয়ে পড়বে। আর এইবার আমাদের কিছু না কিছু করতেই হবে। ওরা ক্ষেপে গিয়েছে। তাই ওদের যদি কিছু না করা হয়, তাহলে পরে যেকোনো সময় আমাদের উপরে হামলা করে দিবে।
আরো অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। বৃষ্টিও অনেকটা কমে এসেছে। আরিফ একটু পর অবাক হয়ে খেয়াল করল, দরজার ওপাশে আর কোন ধরনের শব্দ আসছে না। ওপাশটাতে পুরো নিরবতা। আরিফ ওদের পরিকল্পনাটা পরিস্কারভাবে বুঝতে পরেছে। ডাকাতেরা চুপ করে থাকলে বাইরের লোকজন কি ঘটেছে দেখার জন্য দরজা খুলবে। আর তখনি ডাকাতেরা সুযোগ নিবে। আরিফ ওদেরকে সাবধান করে দিলো। পারলে ট্রলারটা এখন ঘুড়িয়ে তীরে নিতে হবে, তারপর পুলিশকে খবর দিতে হবে।
তখন ট্রলারে থাকা আরো কয়েকজন বলল, এই ডাকাতের লোকেরা সব পুলিশদের কিনে রেখেছে। পুলিশেরা ওদের কিছুই করে না। বরং যারা ডাকাতদের বিরুদ্ধে মামলা নিয়ে আসে, উল্টা তারাই ফেসে যায়। কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছিলো। এই গ্রামের চেয়ারম্যান নিজে ওদের নামে মামলা করেছিলো। ডাকাতদের ধরা তো দুরের কথা। কিছুদিন পর সেই চেয়ারম্যানই গুম হয়ে গেল। তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় নি। তার পরে থেকে ওদের বিপক্ষে আর কেউ মামলা করার সাহসই পায় নি।
আরিফ বুঝতে পারে ওদেরকে বিপদে ফালানো অনেক ঝামেলার কাজ। এখন একটাই লক্ষ। ওদেরকে এখানেই শেষ করে দেয়া।
দরজার মধ্যে যে একটা ফুটো হয়েছে সেটার মধ্যে চোখ রাখল। ভেতরে অন্ধকার। কোর ধরনের শব্দও কানে আসছে না। কি করছে ওরা? আরিফের সন্দেহ হয়। আলীকে বলে, দাদা। ভেতর দিয়ে কী পালানোর রাস্তা আছে?
এমন সময় পেছন থেকে আলীর গলায় কে যেন দা দিয়ে চেপে ধরে। আরিফ দেখতে পায় সেটা আর কেউ না। জামাল শেখ। জামাল শেখ এইবার খুশিতে গদ গদ হয়ে বলে। এসেছিলাম মাছ ডাকাতি করতে। মনে করেছিলাম দা-য়ের ব্যবহারটা করা লাগবে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, করতেই হবে। আহ্! অনেকদিন ধরে মানুষ কো/পাই না। আজকে একটু আমরা সবাই মিলে হলি খেলবো। আরিফ চিৎকার দিয়ে বলল, দাদাকে কিছু করো না। ছেড়ে দাও দাদাকে। জামাল শেখের লোকেরা সবাইকে ঘিড়ে ফেলল। আরিফ দরজার সামনে একা। জামাল শেখ বলল, আজকে তোর সামনেই সবাইকে মারবো। তুই মনে করেছিলি আমরা পাতি ডাকাত, তোর কথায় আমরা ভয় পেয়ে যাবো। কিন্তু শুনে রাখো বাছা, ইদুরের গর্ত ভেবে তুমি সাপের গর্তে পা দিয়ে ফেলেছো। এখন এর ফল তোমাকে পেতেই হবে।
আরিফের প্রচুর ভয় হতে লাগল। আলীর গলায় দা ধরে আছে ওরা। কী জানি কী করে ফেলে। ও একটা জায়গায় দেখেছিলো ডাকাতেরা চুরি করার আগে নেশা করে, যার

কারণে ওদের কোন ভালো খারাপের জ্ঞান থাকে না। ওরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য যা ইচ্ছা তাই করে ফেলতে পারে।
আরিফ বার বার জামাল শেখকে বলে যাচ্ছে, প্লিজ দাদার কিছু করো না। দাদাকে ছেড়ে দাও তোমরা। কিন্তু জামাল শেখ কোন কথাই শুনছে না। সে ওর চারজন সহকারিকে বলল, ওদেরকে ঘিড়ে ধর। আজকে খেলা জমবে ভালোমতে।
ট্রলারের বাকি লোকেরা নিজেদের জন্য ভয় পাচ্ছে না। তারাও আলীর জন্য ভয় পাচ্ছে। এই সময় আরিফ বলে উঠল, ওদের থেকে আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। আমরা সাহস করে চেষ্টা করলেই ওদেরকে হাড়াতে পারবো। সাহস করে দেখ সবাই। ভয় পেয়ে গেলে ওরা আজকে আমাদের মেরেই ফেলবে। আমাদের সামনে একটাই রাস্তা। সেটা হলো ওদের সাথে লড়াই করা।
জামাল শেখের মুখের আকৃতিটা আবার পাল্টে গেল। এখন কি বলবে সেই কথা সে ভেবে পাচ্ছে না। এতোদিন জামাল শেখ কথার দ্বারাই মানুষকে ভয় পায়িয়ে দিতো। কিন্তু আজকে একটা ছেলেকে এতো ভয় দেখানোর পরেও তার সাহস কমছে না।
আরিফের কথাটা যে পুরোটাই সত্য এই কথাটা ট্রলারের সবাই উপলব্ধি করতে পারলো। ওরা বুঝে গেছে, ডাকাতদের থেকে বাঁচতে হলে লড়াই করতে হবে।
রাতের অন্ধকার এখনো কাঁটে নি। আকাশে এখনো মেঘের আনাগোনা চলছে। মাঝে মাঝে ঘুন ঘুন বৃষ্টি পড়ছে। জামাল শেখ আরো ভয়ানক গলায় বলছে, আজকে তোদের সবাইকে মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিবো। এমন সময় আজাদ ভাই একটা পরিকল্পনা করে ফেলল। তার হাতে একটা বিশাল বটি। আজাদ ভাই দৌড়ে গিয়ে জামাল শেখের পেছনে এসে পড়ল। পেছন থেকে জামাল শেখের একজন সহকারি জামাল শেখকে ইশারা দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি পেছন দিকে ঘুড়ে দাড়ান। আজাদ ভাই ভয় পান না, জামাল শেখ আজাদ ভাইকে দা দিয়ে হাতের মধ্যে একটা কোপ দিয়ে ফেলেন। আজাদ ভাই একটা চিৎকার দেন। কিন্তু তিনি থামেন না। নিজের হাতের বটিটা দিয়ে জামাল শেখের হাতেও কোপ দিয়ে বসেন। আলী মুক্ত হলে জামাল শেখের হাত থেকে দা-টা ছিনিয়ে নেয়।
আরিফের মুখে তখন আনন্দ। আরিফ উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি বলেছিলাম না? তোমরা সাহস করে ওদের সাথে এক হয়ে লড়াই করলে ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না।
সবাই যার যার অবস্থান থেকে তৈরি হয়ে নেয়। আজকে মাছ বাঁচানোর যুদ্ধ নয়। আজকে পুরো এলাকা বাঁচানোর যুদ্ধ। সবার হাতেই বটি। জামাল শেখ নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পুরো হাত টকটকে রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। তার হাতের দা-টা এখন আলীর হাতে। দা থেকে এখনো টপ টপ করে রক্ত পড়ছে।
জামাল শেখের চারজন লোকও প্রচন্ডরকম ভয় পেয়েছে। ওরা বুঝে গেছে ওদের এতোগুলোর সাথে পারা যাবে না। জামাল শেখের চেহাড়ায় এতোক্ষন যে হিংস্রতা ছিলো, তা অল্প সময়ের মাঝেই বিলুপ্ত হয়ে গেল।

বাকি চারজন সহকারিদের ঘিড়ে ধরলো সবাই। সবার হাতে বটি দেখে ওরা প্রথমে নিজেদের নৌকার দিকে দৌরে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, আর ওই সময়েই আরিফ চিৎকার করে বলে, ওদেরকে ধরে ফেল এখন। এটাই সময়। আরিফের কথায় বাকি সবাই ওদের দিকে ছুটে গেল ধরার জন্য। ওরা যথেষ্ঠ ভয় পেয়েছে। প্রথমেই সবাই ওদের হাত থেকে দা গুলো ছিনিয়ে নিলো, তারপর ওদের সবাইকে ধরার পর কিছু দড়ি যোগার করে বেঁধে ফেলা হল। জামাল শেখ এক হাত দিয়ে আরেক হাতটা ধরে আছে। অনেক বড় একটা ক্ষত হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এখনো ঝড় ঝড় করে রক্ত বের হচ্ছে। আজাদ ভাইয়েরও একই অবস্থা। একটা কাপড় খুলে একজন আজাদ ভাইয়ের হাতের ক্ষত জায়গাটাতে বেধে ফেলল। এতে রক্ত পড়া কিছুটা কমেছে বটে তবে আজাদের শরির ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে।

এদিকে আরিফ সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, এখন তোমরাই বলো, ওদের কি বিচার করা যেতে পারে? অনেকেই বলতে লাগল, কিসের আবার বিচার? বিচার জিনিসটা ওদের জন্য না। ওদের জন্য অনেক নিরপরাধ মানুষরা বিচার পায় নি। ওদের এখানেই নিজেদেরই দা দিয়ে কুপিয়ে মেরে ফেলা হোক। তারপর যা হবার হবে।
নৌকার মধ্যে আজকে সবাই হিংস্র। ওদের চোখেও যেন আজকে রক্তের নেশা। অনেক দিনের রাগ ওদের। সবাই সিদ্ধান্ত নিল এখনি মেরে ফেলবে ওদের। তখন আরিফ জামাল শেখের কাছে গিয়ে বলল, খুব তো বলেছিলি তোর খুব ক্ষমতা। এলাকার বেশিরভাগ মানুষ যদি আগেই তোদের ধরতো, তোদের হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষগুলে সহজ সরল বলে এতোদিন তারা কিছু বলে নি। কিন্তু আজকে আমরা চুপ করে থাকবো না। তোদের দেখিয়ে দিবো, ক্ষমতা আমাদেরও আছে। এখন ভালোয় ভালোয় বলে ফেল, তোরা এলাকার চেয়ারম্যানের সাথে কী করেছিস? আমি নিশ্চিত যে তোরাই তার সাথে কিছু একটা করেছিস।
জামাল শেখ বলল, আমি তার খবর জানি না।
- এলাকার সবাই জানে চেয়ারম্যান মাসুদ মিয়া যেদিন তোদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দিতে গেল। তারপরেই সে নিঁখোজ হয়ে গেল। এরকম ঘটনা এলাকায় অনেক ঘটিয়েছিস তোরা। জামাল শেখ তবুও কোন উত্তর দেয় না। আবার বৃষ্টির গর্জন শোনা যায়। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে আবার। ট্রলারের সবাই বৃষ্টিতে ভিঁজছে। গা বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে সবার। সবার দৃষ্টি জামাল শেখের দিকে। অথচ তার মুখে কোন কথা নেই। ঠান্ডায় এবং হাতের ব্যাথার কাঁপছে সে। হটাৎ করে বিকট আরেকটা বজ্রপাত হল। শব্দ শুনে বা আলোর ঝলকানি দেখে মনে হলো এটা ঠিক ট্রলারের কিছুটা সামনেই পড়লো। কিছুক্ষনের জন্য সবাই যেন অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। সবাই মুখে একবার কালেমা উচ্চারণ করল। জামাল শেখের চারজন সহকারি ছোটার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিছুক্ষন পরে জামাল শেখ ট্রলারের সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেল। সেই জায়গাটাতেই, যেই যায়গাটাতে বজ্রপাত হল কিছুক্ষন আগে। তারপর আচমকা সে বলে উঠল, মাসুদ মিয়া। সবাই সেদিকে তাকাল। কেউ নেই ওখানে। অথচ, জামাল শেখ বলতে লাগল, ওইতো! আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এটা তো সম্ভব না। মৃত

মানুষ কিভাবে এখানে আসবে? বৃষ্টির পরিমান আরো বেড়েছে। চারদিকে আবার অন্ধকার। দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেউ নেই ওদিকে। অথচ জামাল সেখ এখনো বলেই যাচ্ছেন, ও আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ওইযে,, ওর পুরো শরিরে জাল পেঁচানো। আমাকে বাঁচাও দয়া করে। ও আমাকে মেরে ফেলতে চায়। আমি আর এসব খারাপ কাজ করবো না। আমাকে মাফ করে দাও। খুব ভয়ংকর দেখতে ওর মুখ।
ট্রলারের বাকি কেউ আশেপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। তবে, আরিফ এবং আলীর মনে একটা ভয়ানক খটকা লাগলো। তারমানে সেই জালটার সাথে জামাল শেখেরও কোন সম্পর্ক আছে? আলীও তো আগে ঠিক এরকমই কিছু দেখতো যে, কোন এক ভয়ানক অবয়ব পুরো শরিরে জাল পেচিয়ে আলীর সামনে আসছে। আলী বার বার তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। তবুও আলী সেদিকে কিছুই খুঁজে পেল না। কিন্তু জামাল শেখের ছটফটানি থামছে না। তার বাকি চারজন সহকারিও ভয়ে চোখ লাল করে আছে। ওরাও ভেবে পাচ্ছে না যে সামনে কী হতে চলেছে। আরিফ আর আলী থ হয়ে দাড়িঁয়ে আছে। ওরা ছাড়া জালের খবরটাও কেউ জানে না। আরিফ তখন আলীকে বলল, যেহেতু তোমার সাথে জামাল শেখের কথার একটা মিল পাওয়া যাচ্ছে তারমানে জালটার সাথে জামাল শেখের কোথাও না কোথাও একটা মিল অবশ্যই আছে। জালের সাথে সম্পর্ক আছে মানে সেই জালের ভেতরে থাকা মৃত মানুষগুলোর সাথেও কোন যোগসুত্র আছে। আর আরিফ জামাল শেখের কাছে গিয়ে বলল, ভালোয় ভালোয় বল জালের ভেতরের মানুষগুলো কারা? কেন ওদের দেখে ভয় পাচ্ছিস? আমি বুঝে গেছি তুই কিছু একটা করেছিস। বল এবার। না বললে এখনি হাত পা বেঁধে পানিতে ফেলে দিবো।
জামাল শেখ এখনো দেখতে পাচ্ছে, তার সামনে চেয়ারম্যান মাসুদ মিয়া। হ্যাঁ। সেই। তাছাড়া তাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না। জামাল শেখ আরিফের দিকে চোখ লাল করে তাকিয়ে বলল, এর ফল কিন্তু ভালো হবে না। আজকে আমি কোনরকম বেঁচে ফিরতে পারলে তোদের আর রক্ষা থাকবে না। একটা একটা করে সবাইকে মারবো।
আরিফ একটা হাসি দিয়ে বলল, আর যদি বাঁচতে না দেই। কী করবি তখন? ভালোয় ভালোয় বলে দে জালের সাথে তোর সম্পর্ক কী।
আবার মুষলধারে বৃষ্টি। এতো বৃষ্টি আরিফ আগে কখনো দেখে নি। বৃষ্টিরও তাহলে দুইটা রূপ। এটা রুপ ভালো লাগার অনুভুতি জাগায়। মনে প্রেম জাগায়। আরেকটা রুপ তাহলে এইটা, মনে হয় যেন চারদিক থেকে জলরাশি জাপটে ধরতে চায় তাদের। মনে হয় যেন এখনি শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলবে এই বৃষ্টি।
একটু পরেই দলের একজন লোকের ভয়ানক চিৎকারে হতবাক হয়ে যায় সবাই। "ওইখানে এতোগুলো মানুষ কিসের?" সবাই তাকিয়ে দেখলো। আসলেই। এইবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পুরো ৬ জন মানুষ। তাদের চেহাড়াটা ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। জামাল শেখের আর্তনাদ যেন আবার শুরু হলো। সে বার বার বলতে লাগলো, "ছেড়ে দে শয়তানের বাচ্চা। আমার হাত থেকে তোরা কোনভাবেই বাঁচতে পারবি না।" তবে একটু পরেই বিদ্যুৎ চমকানোর আলোতে ওদের মুখটা দেখা গেল। ওরা কারো মুখ ভালোভাবে বুঝতে না পারলেও একজনের মুখ ঠিকই চিনতে পারলো। মাসুদ মিয়া। এলাকার চেয়ারম্যান। মুখ তার বিভৎস। যেন মনে হচ্ছে পচে গলে গেছে মুখটা।

জামাল শেখ সেদিকে তাকিয়ে থেকে আবার ভয় পেয়ে বলল, তারাতারি আমাকে এখান থেকে বের কর হারামযাদা। যেতে দে আগে।
আরিফ তখন বুঝতে পারে। তখন জামাল শেখের আরো কাছে গিয়ে বলে, ওদের সাথে কি করেছিস সেটা খুলে বলবি এখন। নইলে তোকে নিজের হাতে আমি শেষ করবো। আরিফের হাতে জামাল শেখের সেই দা-টাই। আরিফ বলল, এই দায়ের মধ্যে যতগুলো মানুষের রক্ত তুই লাগিয়েছিস, একে একে প্রতিটারই শোধ নেব। ভালোয় ভালোয় খুলে বল বলছি।
জামাল শেখ সহ সবাই দেখল দূরে ছয়জন মানুষ এখনো দাড়িঁয়ে আছে। বাতাসে ট্রলার ঢুলছে। এই বুঝি উল্টে গেল। সবাই সেই লোকগুলোর দিকে তাকাল। ওদের অবস্থা আগের মতোই আছে। তবে ওদের দাড়ানোর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় তীব্র ক্ষোভ জমে আছে ওদের মধ্যে। জামাল শেখ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল। আমিই মেরে ফেলেছি চেয়ারম্যানকে। নিজের হাতে খুন করেছি ওকে।
পুরো ট্রলার জুরেই যেন নিরবতা নেমে এলো। যেন কথাটা শুনে বাতাসও তার গতি থামিয়ে দিলো। জামাল শেখ বলল, সালা আমার সাথে পাঙ্গা নিতে আসে। আমাকে পুলিশের ভয় দেখায়। ও সালা জানে না আমি কে। একদিন ও আমাকে মারার জন্য গোপনে শহর থেকে গুন্ডাও ভাড়া করেছিলো। কিন্তু আমার লোকেদের কাছে গুন্ডাটা ধরা পড়ে। পরে ওর কথা শুনে জানতে পারলাম মাসুদ মিয়া-ই নাকি এই কাজ করেছে। সেদিন বুঝতে পারলাম এই চেয়ারম্যানকে আর টিকিয়ে রাখা চলবে না। একদিন অন্ধকারে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় মাসুদ মিয়াকে কয়েকজনে অপহরণ করলাম। তারপর চোখ বেঁধে ওকে নিয়ে আসলাম নদীর পারে। তারপর আর দেরি করিনি। শুধু ওকে বলেছিলাম, আমার পেছনে লেগে বড্ড বড় ভুল করে ফেলেছিস তুই।

সেদিন রাতে মাসুদ মিয়াকে মেরে ফেলে জামাল শেখ। নিজের হাতের দা- টা দিয়ে জবাই করে তাকে। রক্তে আশেপাশটা ভরে যায়। তারপর জামাল শেখের লোকেরা লাশটাকে একটা বস্তায় তুলে সেখানে কয়েকটা ইট দিয়ে বস্তাটার মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে। তারপর একটা নৌকাতে চড়ে বস্তাটাকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। যে জায়গাটায় জামাল শেখকে মারা হয় সেই জায়গার রক্তটাও কোদাল দিয়ে চেছে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়।
কিন্তু কয়েকজন মানুষের কাছে ঘটনাটা চোখের আড়াল হলো না। নদীতে মাছ ধরার সময় ৫ ভাই দূড় থেকে জামাল শেখের লোকদের পানিতে বস্তা ফেলতে দেখে সন্দেহ করে বসে।
পরদিন এলাকার চেয়ারম্যানকে না খুজে পেয়ে সবাই চিন্তায় পড়ে যায়। সবাই আশেপাশে খোঁজার চেষ্টা করেও তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একসময় সন্দেহ করা হতে থাকে জামাল শেখকেই। কারণ কিছুদিন আগেই নাকি মাসুদ মিয়া জামাল শেখের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলো।
সন্ধ্যায় জামাল শেখকে সালিসে ডেকে আনা হয়। তারপর তাকে চেয়ারম্যানের ব্যাপারে নানান কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু জামাল শেখ বলে, আমি এসবের কিছুই জানি না।

নিজে ডাকাতি করি এটা সত্য। তবে খুন-খারাপিতে আমার কোন হাত নেই। আপনারা শুধু শুধু আমাকে সন্দেহ করছেন। তাছাড়া চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আমারো ভালো সম্পর্ক। আমি কেন তাকে মারতে যাবো?
- তোর সাথে চোয়ারম্যানের সম্পর্ক ভালো মানে? মাসুদ মিয়ার সাথে তোর ভালো সম্পর্ক কিভাবে হয়? উনি যথেষ্ঠ ভালো মানুষ ছিলেন। আর তুই হলি একটা চোর। আমাদের চেয়ারম্যনের সাথে একটা চোরের নাকি সম্পর্ক আছে, সেটা মানা যায়? আমরা জানি তুই মিথ্যে কথা বলছিস। এখন বল, সত্যিটা কি? কি করেছিস মাসুদ মিয়ার সাথে? আরেকজন বলে, আমরা জানি তুই কতোটা মিথ্যাবাদি। তোর একটা কথাও আমাদের বিশ্বাস হয় না।
কিন্তু জামাল শেখ তবুও কোন কথা বলে না।

৫।

বিচারে অনেকেই অনেক রকম কথা বলল। কিন্তু কেউ প্রমান দিতে পারলো না সঠিকভাবে। কিন্তু ঘটনাটা পুরোই ঘুরে যায় পাঁচ ভাই আসার পরেই। এলাকার সকল মানুষের সামনেই পাঁচ ভাই জোর গলায় বলে দিলো, চেয়ারম্যানকে ওরাই খুন করেছে। আমরা গতকাল নিজেদের চোখেই সব দেখেছি। আমরা মাছ ধরার সময় খেয়াল করছিলাম নদীর ঘাটে ওরা কিছু একটা করছে। জামাল শেখ কিছুটা চমকে গেলেন। পরিস্থিতিটা ঠিক রেখে তিনি বললেন, আরে মিয়া, তোমরা অন্ধকারে কারে না কারে দেখছো। ওইটার দোষ এখন আমাদের দিতাছো।
পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে ছোটজন আবার শক্ত গলায় বলল, আমরা ভুল দেখিনি ভাইয়েরা। আমাদের চেয়ারম্যানরে ওরাই খুন করছে। খুন কইরা বস্তায় তুইলা নদীতে ভাসাই দিসে। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় তাইলে একজন ডুবুরি খবর দাও। এখনো লাশটা ওখানেই পাবা। জামাল শেখ ঠান্ডা মাথায় উত্তর দেন, দেখা যাবে তাহলে। আমিও ওই কথাই রাখলাম।

সে রাতে দরবার শেষ হয়। জামাল শেখের মুখে চিন্তার ছাপ। তারা যদি সত্যিই ডুবুরি এনে খোঁজ নেয়, নিশ্চিৎ ওরা ফেসে যাবে। সেটা হতে দেওয়া যাবে না। যেভাবেই হোক কিছু একটা তো করতেই হবে। ওস্তাদ! আজকে রাতেই সময়। আজকে রাতের মধ্যেই চেয়ারম্যানের লাশটা সরানোর ব্যাবস্থা করতে হবে। কাল সকালে নিশ্চিৎ এলাকার মানুষ ডুবুরি আনবে। তাই যা করার আজকে রাতেই করতে হবে। জামাল শেখ সবাইকে বললেন, চল সবাই। ঘাটের কাছে যাবো। লাশটা সরিয়ে ফেলতে হবে। সাথে একটা জাল নিয়ে আয়। জাল ফেলবো নদীতে।

রাতের বেলায়ই রওনা হয় ওরা। সাথে সাত জন সহকারী। দুরে একটা মাঝির নৌকা দেখা যাচ্ছে। ওরা নৌকাটা খুলে নিয়ে ওই লাশের দিকে রওনা হয়। যখনি নৌকাটা চালানো শুরু করতে যাবে ঠিক তখনি ওরা দেখলো নৌকা চলছে না। নৌকার দড়ি ধরে আছে পাঁচ ভাই। বকুল, রাজু, শ্যামল, সুবাস আর পলক।

বকুল বলল, কি মনে করেছিস? এতো রাতে লাশটা সরিয়ে ফেলবি? তা আমরা হতে দিবো না। আমরা জানি তোরাই চেয়ারম্যানকে খুন করেছিস। আর এলাকার সামনে তুই ভালো হতে চাইছিস। আমরা থাকতে তোরা এমনটা কখনোই করতে পারবি না।

জামাল শেখ প্রবল হাসি দিয়ে বলল, মনে করেছিলাম আমাদের খুনের ঘটনা কেউ দেখেনি। কিন্তু এখন দেখি ওরা সব দেখে ফেলেছে। সমস্যা নেই। এখন বল কী পেলে তোদের মুখটা বন্ধ রাখবি?

- আমাদেরকে কিনে নিচ্ছিস? তেমনটা করার চেষ্টা করলে ভুল করবি। আজকে আমরা এর সঠিক বিচার করেই ছাড়বো।

- কী করবি তোরা? পুলিসে দিবি আমাদের? খুন করবি চেয়ারম্যানের মতো? কি করবি বল শু*রের বাচ্চা। জামাল শেখের রাগের মাত্রা এখন সর্বোচ্চ। তখন বকুল বলল, পারলে আজকে তোকে খুনই করবো। আমাকে খুন করবি? তোর এতো বড় সাহস? তুই জামাল শেখতে খুন করতে চাস। এই কথা বলার সাথে সাথেই নিজের দা-টা হাতে নিয়ে দ্রুতবেগে বকুলের ঘাড়ের উপর চালিয়ে দিলো। গল গল করে রক্ত বের হতে লাগলো বকুলের গলা থেকে। সাথে সাথে বকুল ধপ করে পানিতে পড়ে গেল। বাকি চার ভাই চিৎকার করে উঠল, বকুল ভাই। বকুলের রক্তে আশেপাশের পানি লাল হয়ে গেল। বকুল ছটফট করতে করতে সেখানেই মারা গেল। বাকি চার ভাই সেখানেই চিৎকার করে কান্না আরাম্ব করল। জামাল শেখ নিজের লুংগিতে ভালোভাবে একটা গিট দিল। তারপর রাজুর পেছনে গিয়ে রাজুর ঘাড়েও একটা কোপ দিল। বেচারা সেদিকে তাকানোর সময়টাও পেল না। সাথে সাথে রাজুও ধপাস করে পানিতে পড়ে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। রাজু জামাল শেখের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো। জামাল শেখ আজকে যেন মৃত্যুর খেলায় মেতে উঠেছে। বাকি তিন ভাই এখন বকুলকে ছেরে রাজুর লাশের কাছে গেল। দুজনেই সাথেই মারা গেছে। ওরা বুঝতে পারলো সামান্য তিনজন এদের সাথে পারবে না। বাকি দুই ভাইয়ের লাশ ছেড়ে ওরা পালাবেও না।

জামাল শেখ ওর লোকেদের বলল, ওদের ধরে ফেল। আমার সাথে লড়তে আসার ফলাফল ওরা হারে হারে টের পাবে আজকে। জামাল শেখের লোকেরা ওদের তিনজনকে ধরে ফেলে। ছোটার জন্য অনেক চেষ্টা করে ওরা। কিন্তু ওই লোকদের সাথে

পেরে ওঠা যায় না। জামাল শেখ শ্যামলের কাছে গিয়ে বলল, তোরা আমার কাজে বাঁধা দিয়েছিস। তোরা জানিস আমার সাথে যারা লড়তে আসে ওদের বাঁচিয়ে রাখি না। তবুও তোরা কোন সাহসে গ্রামের মানুষের সামনে সত্য কথাটা বলতে গেলি? তোদের কি জানের প্রতি মায়া নাই? শ্যামল ছোটার জন্য ছটফট করছে। জামাল শেখ নিজের রক্তমাখা দা টা উচু করে ধরল। তারপর শ্যামলের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। শ্যামলের বুক বরাবর কয়েকটা কোপ দেওয়ার পর শ্যামলের বুক থেকে তাজা রক্ত বের হতে লাগল। শ্যামল তবুও মরল না। নিচে পড়ে ছটফট করতে লাগল। জামাল শেখ পানিতে বসে অবশেষে শ্যামলের গলাতেও দা চালিয়ে দিলো।

সুবাস আর পলক চিৎকার করে আশেপাশের মানুষদের ডাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা জানে আশেপাশে এদিকে কোন বাড়িঘর নেই। ডাকাতের ভয়ে রাতের বেলা এদিকটায় কেউ তাঁকিয়েও দেখে না। তাই চিৎকার করে যে খুব একটা লাভ হবে তেমনটা ভাবাও যায় না। ওরা বুঝতে পারে যে ওদের সময় ফুরিয়ে আসছে। দুজনে জামাল শেখের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলে, আমাদের এইবারের মতো মাফ করে দিন ভাই। আর আমাদের এমন ভুল হবে না।

দুজনের কথা শুনে জামাল শেখ বলল, এই কথাটা তোদের অনেক আগেই বলার দরকার ছিলো। কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছিস। রক্তের লোভ ধরে গেছে আজকে। তারপর জামাল শেখ যেন আরো অনেকটা হিংস্র হয়ে গেল। তারপর বলল, বল এখন কে মরতে চাস?

দুই ভাই কাতরাতে কাতরাতে বলল, আমরা অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। এইবারের মতো আমাদের মাফ করে দিন দয়া করে।

জামাল শেখ বলল, না না। তোরা ভুল কাজ করিস নি। আমি খারাপ লোক হতে পারি, কিন্তু ভালোকে কখনো খারাপ আর খারাপকে কখনো ভালো বলিনি। এদিক থেকে আমি বলতে পারি তোরা ঠিক কাজই করেছিস। তোদের বড্ড সাহস আছে। এরকম সাহস নিয়ে কতজনেই বা জন্মায় বল তোরা। কিন্তু তোদের এই সৎ সাহস আমাদের মতো খারাপ মানুষেরা সহ্য করতে পারে না। এখন আর কি করা যাবে। আমরা তো খারাপ মানুষ। মড়তে তোদের হবেই। শুনেছি বড় ভাইয়ের সামনে ছোট ভাই মড়তে দেখনে জিনিসটা দারুন লাগে। আজকে একটু দেখা যাক তো।

জামাল শেখ পলকের দিকে এগিয়ে গেল। পলক ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বয়স সতেরো আঠারো হবে প্রায়। ওর হাত-পা কাঁপছে। জামাল শেখ এগিয়ে গিয়ে বলল, তোকে রক্তাত্ব করে মারতে চাই না। আল্লার গজব পড়বে আমাদের উপর। তারপর জামাল শেখ পলকের গলাতে হাতটা রেখে জোরে চাপ দিয়ে ধরলেন। প্রচন্ড চাপ। পলকের চোখগুলো গোল গোল হয়ে গেল। যেন চোখ দুটি খুলে আসার চেষ্টা করছে। হাত-পা ছোড়াছুড়ি করছে প্রচন্ডভাবে। অনেক্ষন গলায় চাপ দিয়ে ধরে রাখার পর পলক নিস্তেজ হয়ে গেল। সুবাস নিজের চোখের সামনে চার ভাইয়ের লাশ দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না। আস্তে আস্তে তার শরির ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসতে লাগল। সুবাস জ্ঞান হারানোর আগে হয়তো বুঝতে পারে তার জ্ঞান হয়তো আর কখনোই ফিরবে না।

জামাল শেখের লোকেরা লাশগুলো নৌকায় তুলতে আরাম্ব করল। নদীর স্রোতে সব রক্তগুলো ধুয়ে যেতে লাগল। জামাল শেখ লাশগুলো নিয়ে রওনা হল। এখন তাদের একটাই লক্ষ, সকালের মধ্যে চেয়ারম্যানের লাশটা তুলতে হবে। তুলে আরো দূড়ে ফেলে আসতে হবে, যাতে কেউ খুঁজে পেতে না পারে।

অবশেষে নৌকার সকলেই নিশ্চিৎ হয় যে চেয়ারম্যানের লাশটা এখানেই ফেলেছে। ওরা বড় আর শক্ত জালটাই এনেছে। এ জাল ফেললে বস্তাসহ উঠে আসবে। জালটা ফালানো হল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয়বারে বস্তাটা উঠল না। কিন্তু তৃতীয়বারে জালটা ভাড়ি মনে হল। সবাই টেনে টেনে বস্তাটা নৌকায় তুলল। জামাল শেখ বস্তার মুখটা খুলতে বলল। বস্তাটা খোলার পর দেখা গেল লাশের অবস্থা খুব ভয়ানক। লাশটা সাদা ধবধবে হয়ে শুকিয়ে গেছে। মাছের মতো আঁশটে একটা গন্ধ ওদের নাকে আসে।
জামাল শেখ তার লোকদের বলল, একটা কাজ কর সবাই। চেয়ারম্যানের লাশের সাথে এই পাঁচটা লাশ এই জাল দিয়ে পেঁচিয়ে ফেল। ওরা তাই করে। প্রতিটা লাশ একত্রিত করে জাল দিয়ে গিট দিয়ে ফেলে। তারপর ওরা নৌকাটা আরো অনেকটা দূরে নিয়ে গেল। যেদিকে জেলেরা বা অন্য কেউ বেশি একটা যায় না। আকাশে সে রাতেও থালার মতো রুপালি চাঁদ ওঠেছে। প্রতিটা লাশ তখনো তাকিয়ে আছে। প্রতিটা লাশের মুখ দেখে বোঝা যায় ওরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে বিষয়টার। মনে হয় মরার পরে হলেও এর প্রতিষোধ তারা নেবেই। জামাল শেখে সেদিনই জিনিসটা আঁচ করতে পেরেছিলো। তার লোকেরা সবাই মিলে, ছয়জন মানুষসহ সেই জালটা নদীর পানিতে ফেলে দিল। ডুবে গেল সাথে সাথেই। জামাল শেখ কিছুটা যেন চিন্তামুক্ত হল। এবার যদি গ্রামের লোক নদীর ঘাট তন্ন তন্ন করেও খুঁজে, তবুও চেয়ারম্যানের লাশ খুঁজে পাবে না।

বৃষ্টি কিছুটা কমেছে। আরিফ এতোক্ষন জামাল শেখের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো। বুঝতে পারলো, এসব কিছুর জন্য দায়ী জামাল শেখ নিজে। তার জন্য অনেক সৎ ও নিরপরাধ মানুষের প্রাণ গেছে। সুতরাং একে বাঁচিয়ে রেখে আর অন্য কারো জীবনকে হুমকিতে ফেলা যাবে না। আলী সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, আজকে আর ওদের আমরা ছাড়বো না। সবাইকে একে একে শেষ করবো। এই আমাদের বটিগুলো কই।
জামাল শেখকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে সাথে ওর সহকারীদেরকেও। সবাই ভয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। আরিফ বলল, এতোদিন যেভাবে মানুষ খুন করে এসেছিস, আজকে প্রতিটা খুনেরই বদলা নেওয়া হবে। আলী জামাল শেখের সেই দা-টাই শান দিতে থাকে।
আকাশের মেঘ কেঁটে গেছে। মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ উঠল, পুর্নিমার চাঁদ। তারপর,,,,
ওরা এরকম কাজ আগে কখনেই করেনি। তবে আজকে করতেই হবে। যেভাবেই হোক। রাতও বেশি বাকি নেই। বেশি দেরি করলে ওদিকে ফজরের আজান পড়ে যাবে।

আরিফ বলল, একাজ আমাকেই করতে দাও। আমি নিজের হাতে ওদের মারবো। কিন্তু ট্রলারের সকলেই বলল, না দাদু। তুমি শহরের মানুষ। তুমি আমাদের গ্রামে কিছুদিনের জন্য ঘুড়তে এসেছো, তোমার হাত দিয়ে আমরা একাজ হতে দিবো না। যদি কখনো জেল জরিমানা হয় তবে আমরা খাটবো, তুমি বাবা ছোট মানুষ।
আরিফ কিছু বলল না। তাদের যেটা ভালো মনে হয় করুক, তার দায়িত্ব সে ঠিকই পালন করেছে। আরিফ শেষে বলে, আজকে রাতে যা ঘটবে, তা যেন এই ট্রলারের বাইরে আর কারো কানে না যায়।

আলী জামাল শেখের নিকটে গিয়ে নিজের চোখ বাঁধল। এরকম দৃশ্য সে দেখে সহ্য করতে পারবে না। তারপর শান দেওয়া দা-টা দুহাত দিয়ে উচু করে ধরল। তার হাত কাঁপছে। চাঁদের আলোতে দা-টা চকমক করে উঠল।

বকুল, রাজু, শ্যামল, সুবাস, পলক আর চেয়ারম্যান মাসুদ মিয়া, চাঁদের আলোতে এখন তাদের মুখটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। ওরা হয়তো এমনটাই চেয়েছিল। আজকে তাদের আশা পুর্ণ হয়েছে। ওদের মুখগুলো কিছুক্ষনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। ট্রলারটা রক্তাত্ব। পাশেই জামাল শেখের নিথর দেহটা পড়ে রয়েছে। মাথার মস্তক দু ফাঁক হয়ে গেছে। তার চোখে এখনো ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।
আরিফ আলীকে বলল, সেদিন আমরা যে জালটা পছন্দ করে কিনেছিলাম ওটা আনো। আলী সেটাই করল। জালটার উপর পর পর পাঁচটা লাশই রাখা হল। তারপর জালটা শক্ত করে গিট দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে জালসুদ্ধ লাশগুলোকে পানিতে ফেলে দিলো। ট্রলারে থাকা লোকগুলো যেন কিছুটা স্বস্তি পেল। ভয়ানক একটা ডাকাত থেকে ওরা আজকে রক্ষা পেল। আকাশে দারুন চাঁদ উঠেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ৬ জন মানুষকে। একসময় ওরা খেয়াল করল ওরা আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে কী ঠান্ডা হাওয়া। ভেজা কাপড়ে সবাইকে শীত ধরিয়ে দেয়। কিন্তু ওদের শরিরে তখনো উত্তেজনা। ওরা আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করে, কোনো বিপদেই তারা ভয় পাবে না। যতই বিপদ আসুক না কেন, সবাই যদি এক হয়ে সাহস নিয়ে কাজ করা যায়, তাহলে যেকোনো বিপদকেই তারা অতিক্রম করতে পারবে।
ট্রলার ফিরিয়ে নিতে হবে। আজাদ ভাইয়ের রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কিছুটা। তাকে ডাক্তার দেখাতে হবে, শেলাই দিতে হবে।
ট্রলারের পাটাতন থেকে সকল রক্ত ধুয়ে ফেলা হল। বালতি বালতি পানি এনে পুরো ট্রলারটা পরিস্কার করা হলো, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে।
নদীর পাড়ে ফিরে আসতে আসতে ফজরের আযান পড়ে গেল। সবাই মাছ গুছিয়ে ফেলল। আর একটু পরেই বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হবে। প্রচুর মাছ ধরা পরেছে আজকে।
আজাদ ভাইকে ডাক্তার দেখানো হল। অনেকগুলো সেলাই দিতে হয়েছে। সে নাকি এক মাস এই হাত দিয়ে কোনো কাজ করতে পারবে না। আজাদ ভাই চিন্তায় পড়ে গেল।

এক মাস কাজ না করলে তারা চলবে কিভাবে? নাঈমা মেয়েটা তার বাবার এই অবস্থা দেখে অনেক কান্না করলো।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠল আরিফ। আজকে বিকেলেও বৃষ্টি হবে হয়তো। মেঘে অন্ধকার হয়ে এসেছে প্রায়। আলী বলল, বৃষ্টি আসবে হয়তো, চল, ঘড়ে চল। কিছুক্ষনের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হল। আরিফ আলীকে উদ্দেশ্য করে বলল, দাদা। আমার তো ছুটি শেষ হতে চলল। এখন তো আবার শহরে চলে যেতে হবে। আমার কথা তোমার মনে পড়বে না? আলী নিজের নাতির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, তুই চলে গেলে তোকে বড্ড মনে পড়বে। তোর কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, মাঝে মাঝে এই বুড়ো দাদাকে দেখতে আসিস। বয়সো তো আর কম হয় নি। কবে শুনবি আমি আর নেই।
- এভাবে কেন বলছো দাদা। আমি এখন থেকে মাঝে মাঝেই তোমার এখানে আসবো। এমনকি আমাদের পুরো ফ্যামিলি নিয়েও তোমার এখানে চলে আসতে পারি।
- আলীর চোখে পানি চলে আসলো। তিনি কিছু বলার মতো ভাষা খুঁজে পান না। তার মনের ভেতরে লুকানো থাকে অনেক কথা। তিনি সব কথাই খুলে বলতে পারেন না। এটা আসলে কেউ পারে না। তিনি শুধু কাঁদতে থাকেন। আরিফ তার দাদার হাতটা ধরে বলে, দাদা। তুমি খুব ভালো একজন মানুষ। তোমাকে আমি কখনেই ভুলবো না। আলী মনে মনে ভাবেন, ভালো মানুষেরাই হয়তো জীবনের কোনো এক সময় বড্ড একা হয়ে যায়।
আরিফ বলে, আমি ভার্সিটিতে গিয়ে সবাইকে বলতে পারবো যে আমার দাদা একজন সাহসী মানুষ। এলাকার সবচেয়ে বড় ডাকাত, যার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাতে পারতো না, তাকে শায়েস্তা করেছে।
- তুইও তো কম সাহসী না। আজকে তুই যদি না আসতি তাহলে জামাল শেখকে কখনোই মারতে পারতাম না।
আরিফ দাদার কানে কানে বলে, তবে আমরা যে সেদিন রাতে এসব করেছি, তা যেন এখনি গ্রামের মানুষ না জানে। এখন জানলে বড় একটা ঝামেলা হয়ে যেতে পারে।

আজাদের অবস্থা মোটামুটি ভালোর দিকে। আরিফ আজকে আজাদের পাশে এসে বসল। তারপর শান্ত হয়ে বলল, কেমন আছো আজাদ ভাই?
- আল্লাহ্‌র রহমতে এখন মোটামুটি ভালোই আছি। তবে হাতটা এখনো ঝিম ঝিম করে। তবে সেটা নিয়ে চিন্তা করো না। প্রতিদিনই একটু একটু করে কমছে। মনে হয় এই সপ্তাহের মধ্যেই ভালো হয়ে যাবে। নাঈমা আরিফের জন্য চা করে আনে। আরিফ সেটা খেতে খেতে বলে, আজকে ঢাকায় চলে যাবো ভাই।
আজাদ একটা জোরে নিঃশ্বাস ছারে। তারপর বলে, যেতে তো হবেই। কিন্তু তুই চলে গেলে গ্রামটা যেন পুরো খালি খালি হয়ে যাবে। আরিফ বলল, তোমাদেরকে ছাড়া সত্যি আমার কিছুদিন থাকতে কষ্ট হবে। তবে চিন্তা করো না, সময় পেলে আমি আবার চলে আসবো, তখন আবার অনেকদিনের জন্য আসবো।

আরিফ নাঈমার দিকে তাকিয়ে বলে, নিয়মিত পড়াশুনা করবে, স্কুলে যাবে, আর তোমার বাবাকে দেখে রাখবে। আর নিজের যত্ন নিবে।
- আচ্ছা।
আরিফের কেমন যানি বড্ড কান্না পাচ্ছে। এ গ্রাম থেকে মোটেও তার যেতে ইচ্ছে করছে না। জীবনটা এখানে কত সুন্দর। তবুও চলে যেতে হবে।

বিকেলের দিকে ঢাকার বাসে উঠলো সে। শেষবারের মতো গ্রামটার দিকে তাকিয়ে দেখলো। আবার কবে দেখা হবে জানে না সে। পেছনে আলী দাঁড়িয়ে, আলী বলল, সাবধানে যাস। আর মাঝে মাঝে বুড়ো দাদাকে দেখতে আসবি এখন থেকে।
- আসবো দাদা। মাঝে মাঝেই আসবো।
আরিফের চোখ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে। সে নিজের শার্টের হাতায় চোখের পানি মুছে বাসের সিটে গিয়ে বসল। বাসের জানালা দিয়ে বাইরের গ্রামটা দেখছিলো। এমনি একদিন সময়ে সে এই গ্রামে প্রথম পা রেখেছিলো। আজকে তাকে চলে যেতে হচ্ছে।

আলী আবার আগের মতো মাছ ধরতে যায়। নতুন আরেকটা জাল কিনেছে সে। আজাদ ভাইয়ের হাতের অবস্থাও এখন ভালো আছে। তারা মাছ ধরে। মাছ ধরতে গেলে নিজেরা নিজেরাই সেরাতের গল্প আলোচনা করে। জামাল শেখকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, এটা এলাকার সবাই জেনে গেছে। তবে কেউ তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টাও করে নি। জামাল শেখের নিঁখোজ হওয়ার ঘটনায় গ্রামের সবাই যেন খুশিই হয়েছে। নদীতে মাছ ধরতে গেলে আগে সারাক্ষন ভয়ে ভয়ে থাকতে হতো। কিছুদিন ধরে তেমনটা হচ্ছে না। সবাই দিব্বি নদী থেকে মাছ ধরে এনে বাজারে বিক্রি করছে। অনেকেই বলাবলি করছে, তাকে নাকি পুলিশে ধরেছে, অনেকে যদিও বলছেন, হয়তো তিনি মরে গেছেন। তবে এর মূল ঘটনাটা কেউ জানলো না।

আরিফের একটা বই বের হয়েছে। নিজের জীবনের ঘটনাই সে লিখেছে। বইটা ইতিমধ্যে বেস্ট-সেলারের তালিকাতে আছে। তার গ্রামে যাওয়া থেকে ফিরে আসার ঘটনা। সাথে সে-রাতের ভয়ানক বর্ণনা। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো গল্প। পাঠকরা জানেনা ঘটনাটা বাস্তব। কিন্তু আরিফ জানে, এই গল্পের প্রতিটা ঘটনার তার নিজের চোখের সামনেই ঘটেছে। সেটা হয়তো পাঠকদের কখনো বলা যাবে না। কিন্তু এটা বাস্তব।

সমাপ্ত